বেতার জগৎ

INDIAN STATE BROADCASTING SERVICE

· ORGAN OF THE CALCUTTA STATION ·

Vol. II. No. XIV. **27th March, Friday, 1931.** **One Anna.**

২য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা] ২৭শে মার্চ্চ, শুক্রবার ১৯৩১, ১৩ই চৈত্র, ১৩৩৭। [এক আনা

FAMOUS IDEAL Blue Spot PRODUCTS

AVAILABLE AT ALL DEALERS.

You are assured of amazing realism through a Blue Spot Unit. Nothing is lost, nothing gained—only living music or words are heard. And whatever, the power, the Blue Spot handles it with ease, without overlapping, or a suspicion of chatter or distortion—just brilliant, clear cut volume.

Hear one at your dealer's and you will agree when we say—"a Blue Spot cannot lie."

M. L. SHAW, LTD. 7-C, Lindsay St., Calcutta.
RADIO SUPPLY STORES. 9-11, Dalhousie Square
G. ROGERS & CO. Norton Buildings, Lall Bazar.
N. B. SEN & BROS. Chowringhee (Cr. Lindsay Street.)
INDIAN RADIO CORPORATION.
52-1-1, College Street, Calcutta.

Investigate these wonderful Loud Speaker Units.

66 R. BLUE SPOT.			66 P. BLUE SPOT.			66 K. BLUE SPOT.		
Power Unit Type 66R	Rs.	27-8	Power Unit Type 66P	Rs.	21-0	Power Unit Type 66K	Rs.	18-12
Major Chassis 37R	,,	13-8	Major Chassis 37P	,,	13-8	Major Chassis 37K	,,	13-8
Special Chassis	,,	11-0	Special Chassis 31P	,,	11-0	Special Chassis 31K	,,	11-0

SOLE DISTRIBUTORS IN INDIA.

Queen's Road, Nr. Marine Lines, BOMBAY.

BOMBAY RADIO Co., Ltd.

43/1D, Dharamtola Street, CALCUTTA.

নব বসন্তের প্রসাধনে
নূতন সাবানখানি মেখে দেখুন।

JADAVPUR SOAP WORKS.

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্

২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

রেডিও সেট কিনিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের "সেনোলা সেট" দেখিতে ভুলিবেন না। এই সেট দেখিতে যেমন সুন্দর আওয়াজ ও তেমনি জোর ও স্পষ্ট। আমাদের নিজেদের কারখানায় বিখ্যাত রেডিও ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নিখুঁতভাবে তৈয়ারী এবং প্রত্যেক সেটের জন্য আমরা এক বৎসরের গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। আমরা অন্যান্য সেট ও রেডিওর যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয়ার্থ রাখি। অন্যত্র কিনিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের দোকানে পদধূলি দিতে ভুলিবেন না।

তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

"রেডিও হাউস"
২১নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা।
(লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়)
ফোন কলিকাতা ৩৩৪৫ !

RADIO SETS
AND
TYPEWRITERS.

Huge stock of brand new and good secondhand typewriters, wireless-sets and Electric Gramophones and Amplifiers at lowest prices. Ten days approval to mofussil buyers. Do not purchase any Typewriter or Radio instrument until you get our illustrated catalogue sent post free. Repairs to any make of typewriters, wireless sets and amplifiers promptly executed under expert European supervision. Spare parts and accessories always in stock.

SOME BARGAINS :

New latest model 3 Valve D. C. Main sets Rs. 75 ; superior quality 4 valve screen-grid portable set for short and long waves with built-in frame aerial Rs. 275 etc. etc.

New and good secondhand typewriters (Remingtons, Underwoods, Corona etc.) Rs. 65 and upwards.

G. ROGERS & CO.

23, Lal Bazar Street, Calcutta.

Phone Cal. 5471.

আমাদের কথা

আবার বৈচিত্রের কথা উঠেছে। কেউ-কেউ বলছেন যে, বেতারের অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে হোয়ে উঠেছে। এ অভিযোগের প্রতিবাদ কোরে আমরা তর্কের ধূলো উড়িয়ে ব্যাপারটাকে ঘোলাটে কোরে তুলতে চাই না। কি করলে আমাদের অনুষ্ঠানগুলিকে প্রতিদিন নব নব বৈচিত্রে অনিন্দ্যসুন্দর কোরে তোলা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা অভিযোগকারীদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করছি। আমাদের প্রোগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় না, এমন কোনো অনুষ্ঠানের প্রতিও যদি কেউ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হোলে কৃতজ্ঞ হব।

আগামী ২৭শে মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রি আটটার সময় স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বিল্বমঙ্গল" নাটক অভিনীত হবে। "বিল্বমঙ্গল" ভক্তিমূলক নাটক এবং অনেকের মতে এখানি গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটক।

আগামী ৩রা এপ্রিল গুড্-ফ্রাইডের দিন রাত্রি আটটার সময় স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সুযোগ্য পুত্রেরা যে সঙ্গীত আসর বসাচ্ছেন তাই আমরা রীলে করবো। দেশ বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত হ'য়ে বহু সঙ্গীত-নায়ক ও গায়িকা এসেছেন। তাঁদের গান শোনবার সুযোগ সকলের হয় না সেই জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা ক'রেছি। আশা করি এ ব্যবস্থায় আপনারা নিশ্চয় খুসী হবেন। বড়াল মহাশয়ের বাড়ী থেকে দুদিন রীলে হবে। ৩রা এপ্রিল রাত্রি ৮টা থেকে ১১টা। ৬ই এপ্রিল রাত্রি ৮টা থেকে ৯টা; তারপর সংবাদ জ্ঞাপন করা হবে; তারপর আবার ৯॥টা থেকে রাত্রি ১০॥টা পর্য্যন্ত রীলে চল্‌বে।

আগামী ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবারে সাড়ে সাতটার সময় নির্ব্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হবে। এই অভিনয়গুলি ছাড়া আগামী ২৯শে মার্চ্চ রবিবার রেডিও প্লেয়ার্স কর্ত্তৃক বাণীকুমার রচিত "বাসন্তী পূজা"র অনুষ্ঠান হবে। বাসন্তী পূজার পরিচালক হচ্ছেন শ্রীরাইচাঁদ বড়াল।

এবারে সর্ব্বসমেত তিন দিন বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ৩০শে মার্চ্চ সোমবার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুশর্ম্মা মশায় প্রেতের ছবি কি ভাবে তোলা যায় সেই সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। আগামী ৩১শে মার্চ্চ মিঃ কে, এম্ আশাদ্‌উল্লা "ইম্পিরীয়েল লাইব্রেরী" সম্বন্ধে কিছু বলবেন। বুধবার ৮ই এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সুকুল এম, এ, "হিন্দীবৈষ্ণব-কবিতা" সম্বন্ধে বলবেন। আশা করি বক্তৃতাগুলি আপনাদের ভাল লাগ্‌বে।

আগামী ইষ্টারের ছুটির সময় ৩রা এপ্রিল গুড্ ফ্রাইডের দিন ও ৬ই এপ্রিল তারিখে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানোর পরিবর্ত্তে বিশেষ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রোগ্রামের বিবরণ ঐ দিনের অনুষ্ঠান-পত্রে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে হিন্দী, উর্দ্দু, ও নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন। কোনো কোনো আপত্তির ভাষাও অত্যন্ত আপত্তিজনক। কিন্তু যাক্—সে কথা না তুলে এই কথা তাঁদের জানালেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে,

বেতারের লাইসেন্সধারীদের মধ্যে শতকরা যে ভাষাভাষী যত জন লোক আছেন সেই অনুপাতে সেই ভাষায় অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হয়। এক সম্প্রদায় এতকাল একাধিপত্য কোরে এসেছেন বলে যে চিরদিনই করতে থাকবেন এরূপ প্রত্যাশা করা অনুচিত।

দুই ব্যক্তির গান অথবা দুইটী অনুষ্ঠানের মধ্যে সময় নেওয়া হয় বলে অনেকে ভীষণ অভিযোগ জানিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি এবং অভিযোগকারীদের জ্ঞাতার্থে আবার নিবেদন করছি। এক জনের গান শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আর একজনের গান আরম্ভ হোতে পারে না—কারণ মানুষ যন্ত্র নয়। ঘোষণা মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবার, ঘোষণা মন্দিরে প্রবেশ করা, হারমোনিয়ামের কাছে এসে বসা, তবলা বাঁধা (প্রায় প্রত্যেকের জন্য আলাদা কোরে তবলা বাঁধতে হয়) প্রভৃতি তোড়জোড় করতে করতে কয়েক মিনিট সময় অতিবাহিত হওয়া অনিবার্য্য। এর প্রতিকার নাই।

উপরিউক্ত কারণের জন্যই ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হোতে বেশী দেরী হয়। যন্ত্রকে সুরে বাঁধা ও তার তোড়জোড় করতে হয়। দুই অনুষ্ঠানের মধ্যে সময় নেবার জন্য 'একটু পরে'' বলা হয়। এই 'একটু পরে'র ওপর অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছেন। তাঁদের শিক্ষা ও সহবৎকে ধন্যবাদ।

মহিলা মজলিসে মধ্যে মধ্যে রান্না সম্বন্ধে যা বলা হয় সে সম্বন্ধে কয়েকজন আমাদের জানিয়েছেন যে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলার জন্য তাঁরা লিখে নিতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার জন্য আমরা সেগুলি এবার থেকে 'বেতার জগতে' প্রকাশ কর্ব্ব। এ সংখ্যাতেও কিছু প্রকাশ করা হোলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমাদের ঘোষণা মন্দিরে প্রতিদিন সাধারণতঃ যথাক্রমে প্রাতঃকালীন, দ্বিপ্রাহরিক, বৈকালিক ও সান্ধ্য এই চারিটী অনুষ্ঠান হোয়ে থাকে। প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে এবং অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে কর্পোরেশনের ঘড়ি অনুসারে সময় ঘোষিত হবে।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কোনো দিন ভারতীয় প্রোগ্রাম হোয়ে যাবার পর ইউরোপীয় প্রোগ্রাম আরম্ভ হয় আবার কোনো দিন বা ইউরোপীয় প্রোগ্রামের পর ভারতীয় প্রোগ্রাম হয়। এই দুই প্রোগ্রামের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ একটা শেষ হওয়ার পর অন্যটী আরম্ভ হবার পূর্ব্বে আবহাওয়া ও সংবাদাদি এতদিন ঘোষিত হোত, কিন্তু বর্ত্তমানে মাত্র শুক্রবার দিন ছাড়া প্রত্যহ রাত্রে ৯টা থেকে ৯॥টা সংবাদ জ্ঞাপন করবার ব্যবস্থা হ'ল।

সাধারণতঃ বেতার নাটুকে দল কর্ত্তৃকই নাটকগুলি অভিনীত হোয়ে থাকে। অন্য কোনো সম্প্রদায় কোনো নাটক অভিনয় করলে অনুষ্ঠান পত্রে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হবে।

---

* অজন্তা

দ্বিতীয় স্তবক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা অজন্তার খবর কেমন ক'রে পেলাম সেই ইতিহাস বল্‌তেই পূর্ব্ববারে কুড়ি মিনিট সময় কেটে গিয়েছিল, অজন্তার গুহাগুলির পরিচয় একেবারেই দিতে পারিনি। এবার সেই চেষ্টাই করব।

চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু সফল হওয়া সোজা কথা নয়। অজন্তায় ত একটী মাত্র গুহা নেই যে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারই সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করব,—অজন্তায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯টী গুহা,—তারা আবার এমন নয়ন-মনোহর অভাবনীয় ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা তাদের বক্ষের মধ্যে কৃপনের ধনের মত লুকিয়ে রেখেছে যে, তাদের কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টির কথা বল্‌ব,—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। এ অবস্থায় একটি একটি করে যদি বল্‌তে আরম্ভ করি, তা হ'লে চাই কি ইংরেজী বছরের অবশিষ্ট কয়টা মাসে কুলিয়ে উঠবে কি না সন্দেহ, আপনাদের ধৈর্য্যের সীমা নির্দ্দেশ না হয় নাই করলাম।

অতএব, সকল দিক ভেবে-চিন্তে এই ঠিক করা গেল যে, আমি একটির পর একটি করে অজন্তার গুহাগুলির বিবরণ দেব না—একটা সাধারণ ধারণাই জন্মাবার চেষ্টা করব! এতে যাঁর তৃপ্তি বোধ হবে না, তাঁকে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সেও, সঙ্গে নিয়ে সেই সুদূর অজন্তা মহাতীর্থ দর্শন করবার এবং দেখাবার জন্য আর একবার যেতে রাজি আজি। অতএব, আর বাগাড়ম্বর না ক'রে আসল কথায় আসা যাক্।

পূর্ব্ববারে বলেছি যে, নিজাম গবর্ণমেণ্ট অজন্তার গুহাগুলির পর পর অবস্থান অনুসারে ১, ২, ৩ প্রভৃতি নম্বর দিয়েছেন; গুহাগুলি নির্ম্মাণের সময় হিসাবে নম্বর দেওয়া হয় নাই। যেটিকে এক নম্বর দেওয়া হয়েছে, সেইটীই অবস্থান হিসাবে প্রথম; কিন্তু, শিল্প ও স্থাপত্য-বিশারদেরা চিত্র ও ভাস্কর্য্যের পরিণতি দেখে বলেছেন যে, একের নম্বর গুহাটীই সর্ব্বশেষে নির্ম্মিত হয়েছিল। অজন্তায় খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও শিল্প কলার ভিন্ন ভিন্ন যুগের উন্নতি ও পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং, এ কথা বেশী বল্‌তে পারা যায় যে, অজন্তার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হ'তে কমবেশী আটশ বছর লেগেছিল।

প্রত্যেক গুহার বিশেষত্ব এই যে, একটু একটু ক'রে পাহাড়টীর ভিতর দিক কেটে ও কুঁদে অসংখ্য স্তম্ভ ওয়ালা এক একটী চৈত্য ও বিহারের মধ্যে রাজসভার মত সুবিস্তৃত দরবার কক্ষ, ভিক্ষু-আবাস, স্তূপ, পূজাগৃহ ও বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে। তখনকার শিল্পীরা যে কত অসামান্য শক্তিধর ও সুদক্ষ কারুবিদ্ ছিলেন, নিজেদের বিরাট কল্পনাকে রূপ দেবার ক্ষমতা যে তাদের কি অসাধারণ ছিল, অজন্তার প্রত্যেক গুহায় তাঁদের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখতে দেখতে বার বার সে কথা মনে উঠেছিল। তাঁদের অনুপম কলা-কৌশল, বিচিত্র কল্পনা ও অদ্ভুত সৃজন শক্তির এই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে সেই অতীত ভারতের মহাপুরুষদের মহতী প্রতিভার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে হয়।

অজন্তার গুহাগুলি চৈত্য ও বিহার এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যেখানে ভক্তগণ সমবেত হ'য়ে উপাসনা করতেন, তাকে বলে চৈত্য; আর যেখানে ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা বাস করতেন, তার নাম বিহার। ২৯টী গুহার মধ্যে পাঁচটী চৈত্য, অবশিষ্টগুলি বিহার। অজন্তা যে বৌদ্ধদের একটা প্রধান আশ্রম ছিল, তা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অজন্তাও ডুবে গিয়েছিল, তার স্মৃতি পর্য্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে লুপ্ত হয়েছিল।

একের নম্বর গুহার কথাই একটু বিস্তৃতভাবে বলি,

* বেতার প্রদত্ত বক্তৃতা।

কারণ এই গুহাটাই আমরা সকলের আগে দেখেছিলাম আর এমন তন্ময় হয়ে দেখেছিলাম যে, আমাদের সময়ের জ্ঞান তখনকার মত লোপ হয়েছিল, আমাদের যে সন্ধ্যার মধ্যেই জালগাঁও ষ্টেশনে ফিরে যেতে হবে, এ কথা আমরা একেবারে ভুলে গিয়ে ঐ গুহাতেই অধিক সময় কাটিয়েছিলাম এবং খুটিনাটী পর্য্যন্তও আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে নাই।

একের নম্বর গুহায় প্রবেশ করে আমরা একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ কি মহান দৃশ্য! এ ত গুহা নয়—প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের এ যেন একটী সুবিস্তৃত কক্ষ—একটা প্রকাণ্ড হলঘর। এই হলঘরে প্রবেশের একটী মাত্র দুয়ার আর তার দুপাশে দুইটী বাতায়ন। বাতায়নের পাশে আবার একটী ক'রে ছোট দুয়ার। প্রবেশপথের বাহিরে, হলের সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা ও দরদালান। হলের ভিত্তিগাত্রের বাহিরেও যেমন চিত্রিত, ভিতরের চারিদিকেও তেমনি চিত্রিত। ভিত্তিগাত্রের সুরক্ষীণ চিত্রগুলি ও ভাস্কর্য্য সবই বৌদ্ধ জাতক সংক্রান্ত। শিবীজাতক, শঙ্খপাল জাতক, বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ পরীক্ষা, শ্রাবস্তীর অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি জাতকের প্রত্যেকটি কাহিনীকে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে রূপ দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, কাহিনীকে চিত্রের মধ্যে এমন ক'রে ফুটিয়ে তোলার কৌশল না কি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক গুহার প্রবেশ-দ্বার পৃথক। একটী থেকে আর একটীতে যেতে হ'লে বাইরে এসে তবে দ্বিতীয়টীতে যাওয়া যায়। প্রবেশদ্বারে হস্তী, নগরাজ, দ্বারপাল প্রভৃতির বিরাট মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে। প্রাচীরগাত্রে ও চন্দ্রাতপের চিত্রে ফুল, লতাপাতা, পশুপক্ষী, নরনারী প্রভৃতি অজন্তার সমস্ত ছবিগুলিতে মোট পাঁচটী রং ব্যবহার করা হয়েছে। পাহাড়ের ভিতর থেকে কেটে বার করা সেই পাথরের দেওয়ালে ও ছত্রতলে প্রথমে তুঁষ ও গোবরমাটি লেপে, তার উপর পক্ষের কাজ করা হয়েছিল। তারপর সেই দেওয়ালের গায়ে ও ছত্রতলে শিল্পীরা পাঁচটি রংয়ের সাহায্যে বহুবর্ণ চিত্র এঁকেছেন। কোথাও তেলের রং ব্যবহার করা হয়নি। সমস্ত রংই জলে গুলে আঁকা। অথচ আজ দুহাজার বছর পরেও দেখে মনে হয় শিল্পী যেন একটু আগেই চিত্র শেষ ক'রে চলে গিয়েছেন; রংয়ের সে চাকচিক্য একটুও মলিন হয়নি—যেমন তেমনই আছে।

একের নম্বর গুহার বাইরের বারন্দায় ছয়টি কারু-কার্য্যখচিত বিপুলকায় স্তম্ভ রয়েছে। হলের ভিতরেও চার কোণে চারটি ছাড়াও, চা'র পাশেও চারটি ক'রে ষোলটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলি ঠিক একই রকমের—কোন পার্থক্য নেই—মনে হয় যেন ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা।

প্রধান হলঘরটীর চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরি আছে। প্রবেশদ্বারের ঠিক বিপরীত দিকে একটী গর্ভমন্দির আছে। এই গর্ভমন্দিরের মধ্যে বুদ্ধের একটী বিরাট মূর্ত্তি রয়েছে এবং চারিপাশে অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে।

অজন্তার গুহাগুলির শোভা এবং দেওয়ালের সুন্দর চিত্র ও ছত্রতলের অপূর্ব্ব সুষমা দেখতে হ'লে সঙ্গে আলো নিয়ে যেতে হয়, নইলে গুহাগুলির ভিতরের অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না। আমরা বৈদ্যুতিক আলোর মশালে অর্থাৎ Electric torch সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম; তাই আমরা প্রত্যেক চিত্রের উপর আলো ধরিয়ে বেশ ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। যাঁরা আলো সঙ্গে করে যান না, তাঁরা দুইটী টাকা খরচ করলে অজন্তার রক্ষকেরা দর্পণ সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করে অন্ধকার গুহার মধ্যে ছবিগুলিকে আলোকে উজ্জ্বল করে দেয়। কিন্তু, যদি সূর্য্যদেব দয়া না করেন, তা হ'লেই সব অন্ধকার! তবে নিজাম সরকার বৈদ্যুতিক আলোরও ব্যবস্থা করে রেখেছেন; পূর্ব্বে সংবাদ দিলে এবং ওখানকার সুপারিণ্টেডেণ্টের আফিসে পনর টাকা জমা দিলে তাঁরা সব গুহাতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে দেন। আমাদের সঙ্গে বৈদ্যুতিক মশাল থাকায় আমরা আর ও সব হাঙ্গামা করি নাই। তবুও আমাদের মনে হয়েছিল, বিজলির আলোতে দেখলে হয় ত আরও অধিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখতে পাওয়া যেত। এত পয়সা খরচ করে অতদূরে গিয়ে পনরটা টাকার কৃপনতা না করাই বোধ হয় ভাল।

অজন্তা চিত্রাবলীর মধ্যে রাজা, রাণী, রাজকুমারী,

সেনাপতি, মন্ত্রী, দাসদাসী, নর্ত্তকী, পরিচারিকা, ভৃত্য এবং উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত নরনারী, ধনী, বণিক, ভিক্ষুসন্ন্যাসী প্রভৃতির আকৃতি, পোষাক পরিচ্ছদ, উত্তরীয়, বক্ষবাস, কটিবাস, অলঙ্কার, মুকুট, সিঁথি, কেয়ূর, কুণ্ডল, অঙ্গদ, বলয়, কণ্ঠহার, মুক্তাজাল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, মেখলা, কাঞ্চী, বাজুবন্ধ, মণিবন্ধ, কটিবন্ধ, নূপুর প্রভৃতি অসংখ্য বিভিন্ন প্রকার বেশ ও অলঙ্কারের এত বেশী ইতর বিশেষ আছে যে, পদমর্য্যাদায় কে ছোট, কে বড়, তা অতি সহজেই চেনা যায়। অজন্তার চিত্রিত নরনারীর অঙ্গের অলঙ্কারগুলি এমন সুদৃশ্য, সুন্দর ও শোভন যে, এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না, যে, সে যুগের লোকদের রুচি বেশ সুচারু ছিল এবং তাঁরা সকলেই খুব সৌখীন ছিলেন। বস্ত্রালঙ্কারের এই লম্বা তালিকা দেখলে মনে হয়, সেকালের সেকালের লোকের মধ্যে, বিশেষতঃ মহিলাদিগের মধ্যে প্রসাধনের বিশেষ পারিপাট্য ছিল। এখন কিন্তু রুচি বদল হয়ে গিয়েছে; ও-সব অলঙ্কার এখনকার গৃহলক্ষ্মীরা পরলে হয়ত সৌখীন লোকে হাসবে; কিন্তু সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে, সেকালের পছন্দ নিন্দনীয় নয়—এখনকার থেকে অনেক ভাল।

একের নম্বর গুহার চিত্রগুলির অনেকেরই সামান্য পরিচয় দিয়েছি। একটীর কথা বলা হয় নাই। সেটি হচ্চে বারান্দার ছত্রতলের একটী চিত্র। একটী তুর্কী বা পারস্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত দম্পতি সিংহাসনে বসে আছেন। পদতলে পূজাসম্ভার নিয়ে দুইটি ভৃত্য বসে আছে। ছবিটী অতি সুন্দর। যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তারা বলেন যে এখানি পারস্য-দূতের ছবি। ইনি কবে, কি উপলক্ষে এদেশে কার কাছে এসেছিলেন, তার খবর কিন্তু কেউ দিতে পারেন না।

একের নম্বর গুহার কথা আরও বিস্তৃতভাবে ব'লে আপনাদের ধৈর্য্যের সীমা পরীক্ষা করতে চাইনে; অন্য গুহাগুলির উপর চোখ বুলিয়ে আমেরিকার টুরিষ্টদের মত অজন্তার কথা শেষ করতে চাই।

২ নম্বর গুহাটি এক নম্বরের চাইতে একটু ছোট। এই গুহাতেও বৌদ্ধ জাতকের ছবি আছে; যথা—ক্ষণিত্ববাদী জাতক, হংস জাতক প্রভৃতি। তা ছাড়া, বুদ্ধদেবের বর্ত্তমান জন্মেরও বহু বিবরণ চিত্রে প্রকাশিত রয়েছে; যেমন বুদ্ধজননী মায়াদেবীর ষড়দন্তী শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন-দর্শন, বুদ্ধের জন্ম, সপ্ত সোপান প্রভৃতি। দুই নম্বর গুহার সব চেয়ে সুন্দর ছবি হচ্চে, কোষমুক্ত তরবারী করে সম্ভবতঃ কোন রাজা একটী অপরাধিণী সুন্দরীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। সুন্দরী নতজানু হ'য়ে মুক্তকরে রাজার পায়ে ধ'রে জীবন-ভিক্ষা করছে। নিকটেই আর একটী যুবতী গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে, যেন বিষাদের জীবন্ত প্রতিমা! এ ছবিটার দৃশ্য এখনও আমার চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান।

৯ নম্বর চৈত্য-গুহা'র সবার চাইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চিত্র হচ্চে, রাখালের দল উল্লাসে ছুটে চলেছে তাদের গোপালের পিছে পিছে।

১৬ নম্বর গুহার প্রসিদ্ধ চিত্র নৃপসুতার তনুত্যাগ। গুহার মধ্যে বাঁদিকের দেওয়ালে এই সুন্দর চিত্রটী আঁকা রয়েছে। এই গুহায় হরিণ, পাখী, বানর, হাতী প্রভৃতি বন্যজন্তু, তরুলতা, ফল ফুল, নদী পর্ব্বত, ঝরণা, কিন্নরী, অপ্সরা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, শঙ্খপদ্ম, চক্র, মৎস্য, দ্বারপাল প্রভৃতি চিত্র দেখলে সেই সেকালের অজ্ঞাতনামা মহা-শিল্পীদের অজস্র প্রশংসা না করে থাকা যায় না। এমন একটা চিত্রও দেখলাম না, যার কোন গঠন-ত্রুটী ধরতে পারা যায়। এ বড় কম কথা নয়।

১৬ নম্বর গুহায় ভগবান বুদ্ধের এবারকার জন্ম, ঋষি অসিত কর্ত্তৃক তার কোষ্ঠীপত্র পাঠ, বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা, তাঁর সাধনা, ধ্যান, তাঁর রাজগৃহে প্রথম পদার্পণ, যুবরাজরূপে নগর প্রদক্ষিণকালে তাঁর প্রথম ব্যাধি, দৈন্য, জরা ও মৃত্যুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ, সুজাতার নৈবেদ্য গ্রহণ প্রভৃতি চিত্র একেবারে জলজ্জল করছে।

১৭ নম্বর গুহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিত্র সংসারচক্র। এই গুহায় দেখলাম বেণুবাদিনীর চিত্র। সে যে কি সুন্দর, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু, এই গুহার আর দুইটী চিত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সে দুইটী মাতা-পুত্র ও ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব। প্রতি গুহাতেই ত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ও খোদিত আছে; কিন্তু এই গুহার বুদ্ধদেব মূর্ত্তিটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ব'লে আমাদের মনে হোলো।

এতক্ষণ ত অজন্তার চিত্রের কথাই বল্‌লাম; কিন্তু ভাস্কর্য্যেও যে অজন্তা খাটো, তা বলা যায় না। এক ইলোরা ছাড়া আর কোথাও প্রাচীন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন অজন্তার চাইতেও বেশী আছে কি না, তা আমার জানা নেই। অবশ্য সাঁচী, ভারুত, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের ভাস্কর্য্য আজ জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। কলিকাতা, পাটনা, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর্য্যে যে সব নিদর্শন রয়েছে, তা পরম সুন্দর। এই কয়েকদিন পূর্ব্বে রাজসাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বাঙ্গালা দেশের বরেন্দ্রভূমির যে সমস্ত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দেখে এলাম, সেগুলিরও শতমুখে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু, অজন্তা গুহাতে ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের যে সমস্ত নিদর্শন আছে, তাহাও অতুলনীয়। গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৩২০—৪৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য যে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিল, সে পরিচয় অজন্তা গুহা দেখতে গেলেই দর্শকের মনে না উঠেই পারে না। এক নম্বর গুহা বারন্দার উপরের দিকে পাষাণ ভেদ ক'রে যে সচিত্র ঝালর উৎকীর্ণ করা আছে, তার মধ্যে এই মানব জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনা, অরণ্য-যুগের জীবজন্তুর অবস্থা থেকে বর্ব্বর যুগের এবং সহর ও রাজপ্রাসাদের জীবন-যাত্রা পর্য্যন্ত যে সকল দৃশ্য খোদিত আছে, তা দেখে কার হৃদয় না গর্ব্বে পরিপূর্ণ হয়? কার না বলতে ইচ্ছা হয়—এই দেখ আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষদের মহণীয় কীর্ত্তিসম্ভার। এখনকার ভাস্করেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সেকালের ভাস্করদের কাছে তাঁরা এখনও অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেন।

১৯ নম্বর গুহাটী যেন কেবল মাত্র ভাস্কর্য্য-কলার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যই নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। এই গুহার চারিদিকেই ভাস্করের করধৃত লৌহফলক দুর্ভেদ্য পাষাণকেও যেন অবলীলায় শিল্পীর কল্পনারূপ দিয়েছে। ২৬ নম্বর গুহাটিও ১৯ নম্বর গুহার মতই বিবিধ তক্ষণ-কলায় আপাদমস্তক মণ্ডিত। কিন্তু এ গুহার ভাস্কর্য্যপদ্ধতি, ধারণ ও ভঙ্গী ১৯ নম্বর গুহার সঙ্গে একেবারেই মেলে না। এটি চৈত্য গুহা। এর মাঝের মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য সব যেন বিরাট রকমের। বুদ্ধের নির্ব্বাণ ও বুদ্ধের পরীক্ষা সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বিশাল বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি শায়িত অবস্থায় রয়েছে-গুহার বামদিকের সমস্ত দেওয়ালটি জুড়ে। কিন্তু, কি পরিমাণ জ্ঞান ছিল সেই দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতীর শিল্পীদের যে, এই বিরাট প্রস্তর পর্ব্বেও কোনোটিই কোথাও একটু বেমানান ঠেকে না।

এতক্ষণ চিত্র ও ভাস্কর্য্যের কথাই বলিলাম, কিন্তু অজন্তার স্থাপত্য-কলা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যে নিতান্তই প্রয়োজন।

ভারতীয় স্থাপত্য কলার বিবর্ত্তন বহু যুগ ধরে সাধিত হয়েছে। দেশকালের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন রাজাদের সময় বিভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রভাবে এ দেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য-শিল্প এমন এক একটা পৃথক রূপ, পৃথক ভঙ্গী ও পৃথক ধারা অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে যে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা, সেগুলিকে সহজে সনাক্ত করা যেতে পারবে ব'লে, বিভিন্ন নামে তার শ্রেণী বিভাগ ক'রে দিয়েছেন; যেমন—জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু বা ব্রাহ্মণ, যাবনিক (Saracenic), আর্য্য-যাবণিক (Indo-Saracenic), মথুরা, গান্ধার, গুপ্ত, চালুক্য প্রভৃতি। গুপ্ত-যুগের স্থাপত্য-শিল্প নির্দ্দেশের জন্য কাণিংহাম সাহেব যে ছয়টি লক্ষণ বা অভিজ্ঞানের উল্লেখ ক'রে গেছেন, সেগুলি জানা থাক্‌লে অতি সহজেই গুপ্ত যুগের স্থাপত্য শিল্পকে সনাক্ত করা যেতে পারে। অনুসন্ধিৎসু মহাশয়গণকে কানিংহাম সাহেবের উপর বরাত দিয়েই এ আলোচনা শেষ করলাম। তবে, একটী কথা না বলে থাকতে পারলাম না। ভারতীয় স্থাপত্য-কলার একটা নিজস্ব রূপ আছে, যা ভারতেরই মৌলিক সম্পত্তি; কোন দেশের কাছে তা ধার করা নয়। গুপ্ত-যুগ ও প্রাক্ গুপ্ত-যুগের নিদর্শন অজন্তায় দেখতে পাওয়া যায়। শত শত বৎসর ধ'রে ভারতীয় স্থাপত্য-কলার যে ক্রমোন্নতি ও বিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, অজন্তার প্রত্যেক গুহাটি যেন তার ইতিহাস বক্ষে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করছে।

যেমন করে বল্‌লে অজন্তার কথা ঠিক বলা হোতো, আমি তা পারলাম না—আমার সে শক্তি সামর্থ্য

নেই। তবুও যে সামান্য চেষ্টা করলাম, তা শুনে যদি কারো এই মহাতীর্থ অজন্তা দেখবার ইচ্ছা জাগে, তা হলেই আমার এই সামান্য চেষ্টা সফল হবে।

অবশেষে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথের একটী সুন্দর কবিতার অংশবিশেষ আপনাদের শুনিয়ে দিয়েই বিদায় গ্রহণ করছি—

"স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি ;
শ্যাম-কম্বোজে ওঙ্কারধাম, মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি ;
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর,
বিটপাল আর ধীমান, যাদের কীর্ত্তি অবিনশ্বর ;
আমাদেরই কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়।"
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়। "

—শ্রীজলধর সেন

মহিলা-মজলিস

রান্নাঘরে

(বেতারের মহিলা-মজলিসের শ্রোত্রীদের লেখা)

১। রাজভোগ

/১ সের ছানা ; ১ কাঁচ্চা সুজি, ভাল করিয়া মাখিয়া লইবেন। তাহার পর গোল গোল করিয়া বাটীর মত করিয়া সুখো ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস্ প্রভৃতির পূর দেবেন, তাহার পর গোল করিবেন ; এরপর চিনির রস চড়িয়ে যখন রসটা ফুটতে থাকবে তখন তাতে ঐ গোল্লাগুলো ছেড়ে দেবেন। এতে বেশ সুন্দর রাজ-ভোগ হবে।

২। ছানার গজা

একসের ছানা, আধ ছটাক সুজি, আধ ছটাক চিনি বেশ ভাল কোরে মিশিয়ে নেবেন। তারপর সেটি থালার ওপর রেখে চাপ্‌ড়ে গোল করবেন। তারপর ছুরি দিয়ে চৌকো-চৌকো কোরে কাট্‌বেন। সেই ছানার টুক্‌রোগুলিকে চিনির রস ফুটিয়ে তাতে ছেড়ে দেবেন। যখন রংটা ঈষৎ লাল হবে আর রসটা বেলের আঠার মত ঘন হবে সেই সময় উনুন থেকে নামিয়ে নেবেন। নাবিয়ে নিয়ে ভাল ক'রে নাড়তে থাক্‌বেন। একটু পরে তাতে খুব সামান্য একটু জল ঢেলে দেবেন। বেশ ছানার গজা হবে।

—শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী
(কৃষ্ণনগর)

৩। কেক্

আধ সের মাখন, আধ সের চিনি, এগারটী ডিম এবং সামান্য পরিমাণে পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্। প্রথমে ডিমগুলি ভেঙে সাদা ও হলদে আলাদা করিবেন, সাদা ভাগটী কুড়ি মিনিট এবং হলদে ভাগ কুড়ি মিনিট খুব ফেনাইয়া দুটিতে একত্র করিয়া ৫।৬ মিনিট ফেনাইতে হইবে, তারপর মাখন, ময়দা, চিনি ও ঐ ডিম একসঙ্গে করে আধ ঘণ্টা ফেনাইতে হইবে, ইহাতে বেকিং পাউডার ২ চামচ (ছোট চামচ) দিবেন। তারপর একটি উনানে ডেক্‌চিতে বালি চড়াইয়া বালির ভিতর ছোট লোহার পাইপ কাটা কিংবা বৈদ্যনাথে ছেলেদের লোহার খেলনার যেরূপ ছোট উনান থাকে সেই ধরনের কিছু জিনিষ ৫।৬টি পাশাপাশি বসাবেন। এমন জিনিষ চাই তার দুধার খোলা অর্দ্ধেক বালিতে অর্দ্ধেক বাইরে

বালির উপর থাকবে, তারপর কেকের ছাঁচেতে সেই ফেনান দ্রব্যগুলি ছাঁচের অর্দ্ধেক করে দেবেন, কেননা ফুলে ভরে যাবে। পরে ছাঁচগুলি বালির ভিতর সেই ছোট উনানেতে বসিয়ে মুখে ঢাকা দিবেন এবং ঢাকার উপর কাঠকয়লার আগুন করে দেবেন, যাতে নীচে ও উপরে সমান আঁচ হয়। দশ এগার মিনিট পরে ঢাকা খুলে দেখবেন, ফুলে উঠেছে এবং সামান্য বাদামী রং হয়েছে, হাত দিলে লেগে যাচ্ছে কিনা, যদি না লাগে তো নামিয়ে ফেলে ছাঁচ হইতে উঠাইয়া পুনরায় ঐভাবে চড়াইবেন, বাকীগুলি। এইরূপে ছোট কেক্ প্রস্তুত হয়, বড় কেক্ যদি জানতে চান তো পরে জানাবো। কেকের ছাঁচ নিউ মার্কেটেতে পাওয়া যায়।

—শ্রীমতী রেণুকা গুপ্ত

৪ খাস্তাকাবাব

দোকান থেকে বেশ ভাল মাংস কুটিয়ে কিনে তৈরী ক'রে আনাবেন। ১ সের মাংস বেশ ভাল করে ধুয়ে তাতে পেঁয়াজ চারটি, রসুন ১ কোয়া, ধনে, হলুদ, লঙ্কাবাটা, পরিমাণ-মত নুন, এক ছটাক ছোলার ডাল এইগুলি একত্রিত কোরে একটি কলাইকরা কিম্বা মাটির হাঁড়ির ভেতর রেখে মুখে ঢাকা দিয়ে উনুনে চড়াবেন। উনানের আঁচটা যেন খুবই নরম হয়। যখন সেগুলা বেশ সুসিদ্ধ হবে এবং জলটা মরে যাবে তখন শিলে বেশ কোরে বাট্‌বেন। খুব মিহি কোরে। তারপর পেঁয়াজ আর আদা একটু বেশ কুঁচো কুঁচো করে ঘিয়ে আলাদা ভেজে নেবেন। দেখবেন যেন চুঁইয়ে না যায়। একটি বাটিতে ঘি গালিয়ে উনুনের পাশে রাখবেন তারপর সেই মাংস বাটার ছোট ছোট নেচি তৈরী করবেন। তার ভেতর ঐ পেঁয়াজ ও আদা কুঁচো ভাজা গোটা কয়েক দেবেন। খুব বেশী যেন না হয় তা হোলে ভাল লাগবে না। নেচি তৈরী হলে খুব নরম আঁচে উনুনে একটা চাটু চড়াবেন তাতে ঐ গলান ঘি একটু ছড়িয়ে দেবেন। বেশ গরম হলে গোটা কয়েক ক'রে নেচি ঐ চাটুতে পর পর সাজিয়ে দেবেন আর একটু একটু ক'রে গালান ঘি চাম্‌চে করে ছড়াতে থাক্‌বেন তার ওপর। বেশ লাল মচ্‌মচে ভাজা হ'লে খুন্তি দিয়ে নামাবেন। বেশী ঘিয়ে ভাজতে যাবেন না, তা হ'লেই ভেঙে যাবে। যাঁরা পেঁয়াজ না খান তাঁরা গরম মসলা ও হিং ব্যবহার করতে পারেন। আর যাঁরা মাংস না খান তাঁরা পাকা মাছের করবেন, সেও খুব ভাল হয়! কাটা মাছগুলো গরম জলে ফেলে সিদ্ধ করবেন। তারপর কাঁটাগুলো বেছে ঐ পরিমাণে ছোলার ডাল সিদ্ধ ইত্যাদি করে ঠিক মাংস দিয়ে যেমন করে খাস্তা কাবাব করতে হয় তেমনিভাবে করলেই চলবে।

—শ্রীমতী দুর্গাসুন্দরী দেবী

৫। বাক্সপরটা

ময়দা খুব ময়ান দিয়ে মাখতে হয়। পরে রুটির মতন বেলে, ঘি দিয়ে তিনপাট করে উল্টো দিকে দুপাট দিয়ে চৌকমত কোরে ভাজতে হয়। খুব মচ্‌মচে ক'রে ভাজা চাই।

—শ্রীমতী রেবা দত্ত।

৬। গাবপাতার ডালনা

খুব কচি গাবপাতা কুচি কুচি করে কুটবেন, তারপর সিদ্ধ ক'রে জলটা গেলে ফেলবেন। পরে তেজপাত লঙ্কা আলু ছোলা দিয়ে একটু ভেজে নেবেন। তারপর জল, বাটনা নুন দিয়ে পরে একটু ঘি গরম মসলা দিয়ে নাবাবেন।

—শ্রীমতী কনকলতা দাস

৭। ভাপাদৈ

অতি মুখরোচক এই খাবারটি। ১ সের দুধের ক্ষীর আন্দাজ তিন ছটাক থাক্‌তে নামিয়ে আন্দাজমত চিনি ও বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, গোলাপী আতর এক ফোঁটা, খুব ভাল দৈ এক ছটাক, সব একসঙ্গে মিশিয়ে ছোট ১টা প্যানে বা কলায়ের উঁচু কানা ডিসে রাখবেন। তারপর একটা ঢাক্‌না চাপা দিয়ে উনুনের ওপর বসিয়ে দেবেন। আঁচ কম থাকা চাই। আধ ঘণ্টা পরে নামিয়ে নেবেন। দেখবেন উৎকৃষ্ট ভাপাদৈ হয়েছে। তারপর সন্দেশের মত চাকা চাকা কোরে কাট্‌বেন।

—শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

নীনা

[শ্রীমতী জ্ঞানদাবালা মিত্র]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চিঠির প্রথমে লেখা "আমার দুঃখের আত্মকাহিনী"

আমি এক পার্শি খ্রীষ্টানের গৃহে জন্মিয়াছিলাম। আমরা করাচীতে থাকিতাম। আমার পিতা স্বজাতীয় এক ব্যবসায়ীর মদের দোকানের একজন প্রবীন কর্ম্মচারী ছিলেন। মাতার অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে আমরা দুইটী মাত্র জীবিত ছিলাম। আমার বড় ভাইএর নাম ডেভিড্ আমি সব ছোট। আমার নাম নীনা। আমাদের নামকরণের সময় ইংরেজীতেই নাম দেওয়া হইত। মা আমার অতি সুশীলা সুন্দরী ও সৎচরিত্রা। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ ছিল। পিতার অনেক গুণ থাকিলেও এক দোষে তাঁহার মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বলিতে গেলে ঈশ্বর তাহাকে কোন গুণ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তিনি দেখিতেও অতি সুপুরুষ ছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে তাঁহার স্ত্রী পুত্রের উপর কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল না। মাতা নিজের অদৃষ্টকে ধিৎকার দিতেন। শুনিয়াছি পিতা পূর্ব্বে এমন ছিলেন না। তাঁহার সমস্ত আয় মদ্যপানে ব্যয় হইত। আমাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। একটী ছোট বাড়ী ছিল কোন রকমে মাথা রাখিয়া থাকিতাম। মা আমার সেই ছোট কুটীরখানিকে অতি সুন্দররূপে সাজাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। পিতা দিন দিন বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন। ডেভিড্ তখন বি, এ পড়ে, তাহার বয়স উনিশ কুড়ি বৎসর হইবে। পিতা সামান্য খরচ যা দিতেন তাহাতে আমাদের সংসার খরচই কুলাইয়া উঠিত না। ডেভিড্ কলেজ ছাড়িয়া দিয়া প্রাইভেটে পড়িতে লাগিল আর কয়েকটি টিউশানি করিত। মায়ের দুঃখু দেখিয়া সে দিনরাত খাটিতে লাগিল। পিতা আমাদের ভাই ভগ্নিকে যে ভালবাসিতেন না এমন নহে। ডেভিড্কে পিতা খুবই ভালবাসিতেন। আমার বয়স তখন পাঁচ বৎসর হইবে। এক একদিন মদ্যপান করিয়া আসিলে সামান্য সামান্য কারণে নিষ্ঠুরভাবে আমাকে প্রহার করিতেন। প্রতিবেশীরাও সহ্য করিতে পারিতেন না। মা পাগলের মত দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। মা ও ডেভিড্ এক পাদ্রির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোন পাহাড়ে ইংরাজী স্কুলে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। মা ডেভিডএর টিউশনীর টাকা হইতে আমার স্কুলের খরচ চালাইতেন। মা সূচিকর্ম্ম অতি চমৎকার করিতে পারিতেন। অবসর পাইলেই সেলাই করিতেন। আমাদের কোন দাসদাসী ছিল না। তিনি নিজ হস্তেই সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে করিয়া লইতেন। ডেভিড্ মায়ের কষ্ট দেখিয়া পিতৃমাতৃহীনা হাবা কালা, একটী অনাথা কন্যাকে আনিয়া দিল। মা কোন রকমে তাঁহাকে লইয়া কাজ চালাইতেন। ইহার নাম রেবা

ডেভিড আমার পিতা মাতার মত স্নেহ দিয়া সকল কষ্টের হস্ত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিত। নিজে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমার কাপড় খেলানা খাবার প্রভৃতি কোন জিনিষেরই অভাব জানিতে দিত না। আমি বাড়ীতে আসিলে আনন্দে মাকে বলিত "মা নীনা যা যা ভালবাসে তৈয়ারী কর আমিও তোমার সাহায্য করিব। ঐটুকু মেয়ে স্কুলে পড়িয়া থাকে উহাকে কে আর যত্ন করে। আমি ডেভিডএর বড়ই অনুগত ছিলাম। আমার এ সুখের দিনও ফুরাইয়া আসিল। এবার ছুটীতে বাড়ী আসিলাম। ডেভিডএর শরীর ভাল নয় তবুও তাহার পরিশ্রম করিবার বিশ্রাম নাই। মা সর্ব্বদা আশঙ্কা করেন ডেভিডের কোন শক্ত অসুখ না হয় তাহাকে নিষেধ করেন—ডেভিড! এমন করিয়া পরিশ্রম করিও না, তোমার চেহারা বড়ই খারাপ হইয়া যাইতেছে। ডেভিড

বাবার মত সুপুরুষ ও বলিষ্ঠ ছিল। কিন্তু ভাবনায় চিন্তায় ডেভিড শুকাইয়া যাইতে লাগিল, আমাদের কিসে সুখে রাখিতে পারিবে তাহার দিনরাত এই চিন্তা ছিল। হায়! ডেভিড যদি আমাদের জন্য অত চিন্তা ও পরিশ্রম না করিত তাহা হইলে মায়ের এই দুঃখের বোঝা আর বাড়াইয়া যাইত না। মাকে বলিত, "মা! তুমি আমাদের জন্য এত পরিশ্রম কর আর আমি তোমার উপযুক্ত পুত্র হইয়া আলস্যে দিন কাটাইব আর তোমরা খাইতে পাইবে না? মা চুপ করিয়া যাইতেন। সত্যই ডেভিডের কাজ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিলনা। একদিন সন্ধ্যাতে ডেভিড পড়াইতে গিয়াছে, আমাকে মা পড়াইতেছেন, এমন সময় আমাদের দরজার বাহিরে গোলমাল শুনিয়া আমরা উঠিয়া গেলাম দেখি ডেভিড অচৈতন্য অবস্থায় একটী গাড়ীর ভিতর পড়িয়া আছে। কয়েকটী ভদ্রলোক তাহাকে লইয়া আসিয়াছিল তাহারাই তাহাকে ধরিয়া নামাইতেছিল। মা ডেভিডের এই অবস্থা দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হইবার মত হইয়া গেলেন। নিজেকে কোনরকমে সামলাইয়া লইলেন। ডেভিডকে ঘরে শোয়ান হইল। বড় ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন পক্ষাঘাত হইয়াছে। মা বড় সরল ও ধর্ম্ম বিশ্বাসী ছিলেন ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা করিতে লাগিলেন। এই সময় পিতার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনিও বড়ই কাতর ও অনুতপ্ত হইয়া ডেভিডের জন্য যথেষ্ট খরচপত্র করিতে লাগিলেন চিকিৎসার কোনই ত্রুটী হইল না। কিন্তু ডেভিডের অবস্থা দিন দিন মন্দের দিকেই যাইতে লাগিল। মা ও পিতা দুইবৎসর এইভাবে কাটাইতে লাগিলেন। আমি স্কুলেই থাকি। একদিন সহসা আমার পিতার হার্টফেল করিয়া মৃত্যু ঘটিল, ডেভিডও তখন মৃত্যু শর্য্যায়। সহসা এই দারুণ বিষাদে আমরা উন্মাদের মত হইয়া উঠিলাম। মনে হইল অকূল সমুদ্রে পথভ্রান্ত নাবিকের শেষ তারকাটিও আজ মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া বাঁচিয়া থাকার আশা আর রাখিল না!

(ক্রমশঃ)

সে প্রেমে আরতি করি বিশ্ব দেবতার

উদাস হিয়ার মাঝে গুমরি গুমরি বাজে
আকুল ক্রন্দন ধ্বনি সরলা বালার,
দেবের মূরতি ধ্যানে না আসিতে, আসে প্রাণে
প্রিয়তম মুখছবি শান্ত সুকুমার।

বহে যে তুফান ঝড় অশান্ত হৃদয়'পর
করিতে পারিনা দেব তব আরাধনা,
অনন্ত বাসনা ব'য়ে এসেছি সন্ন্যাস লয়ে
হয়েছে বিফল ব্যর্থ প্রেমের সাধনা।

নিঠুর সমাজ বিধি ছিন্ন করিয়াছে হৃদি
কাড়িয়া লয়েছে মোর প্রাণপুষ্পহার,
যে আছে হৃদয় ভরে বাহিরে সে বহুদূরে
আকুল আহ্বানে সাড়া মিলে না তাহার।

তথাপি অন্তর মাঝে তারি কণ্ঠস্বর বাজে
ধ্যানে আসে আঁখি দুটী তাহারি সজল,
যাহারে ভুলিতে চাই মনে তারি দেখা পাই
তৃষিত নয়নে নামে অশ্রুর বাদল।

হে দেবতা কৃপা কর এ হৃদয় শান্ত কর
অশান্ত অতৃপ্ত প্রাণে তোমারি আশ্রয়ে—
জুড়াতে এসেছি আমি তুমি ত অন্তর যামী
সবি জানো, শান্তি তৃপ্তি দাও এ হৃদয়ে।

শুন প্রিয়তমা বালা পড়িল না তব মালা
এই জনমের মত একণ্ঠে আমার,
নিরাশ নহি গো তাহে পরজন্মে লভি যাহে
মিলন-ব্যাকুল বক্ষে প্রিয়ারে আমার—

সে আশা হৃদয়ে ধরি বিধাতার পদ স্মরি
কাটাইব যুগ যুগ মুহূর্ত্তের প্রায়,
অন্তরে অন্তরে যারে নিশিদিন পাই তারে
ভুলিতে নারিব আমি এ জনমে হায়।

পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রেম তুচ্ছ করে হীরা হেম
মিথ্যা হেরে সমাজ সংসার,—
নিভৃত হৃদয় তলে সে প্রেম মাণিক জ্বলে
চিরদিন সমভাবে তোমার আমার।

তোমারে বাসিয়া ভালো লভেছি যে প্রেম আলো
সে প্রেমে আরতি করি বিশ্ব দেবতার,
ব্যর্থ প্রেম ভক্তিরূপে উথলিয়া চুপে চুপে
প্লাবিত করিবে কৃষ্ণ চরণ তোমার।

বালিকারে দিও শান্তি ক্ষমি মোর ভুল ভ্রান্তি
নিও কোলে হলে পূর্ণ সাধন আমার,
বাসনা বিমুগ্ধ বলে ঠেলিও না পদতলে,—
স্থান দিয়ে, ধন্য কর জীবন এবার।

—শ্রীকনকলতা ঘোষ।

ছোউদের বৈঠক

শিশু-মনস্তত্ত্ব

মনস্তত্ত্ব হিসাবে শিশুরা মাকে অনুকরণের ভিতর দিয়ে অনুসরণ করে। সোজা কথায় শিশুর মন, জ্ঞান, কথা, ভাব, চিন্তার ধারা, চলন বলন সবই মায়ের মনোভাব ভাষা ও স্বভাবের বশবর্ত্তী, এবং মায়ের সাহচর্য্যে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। প্রথম অবস্থায় শিশু মনস্তত্ত্ব হল—'মা'—তার মতে মা ছাড়া কিছু নাই। ইহা আবার মানবজাতির বাল্য অবস্থা সম্বন্ধে নিছক সত্য।

যখন প্রথম আমাদের এই গ্রহে মানুষ জন্মাল সেই প্রথম মানব তার মাকে অনুসরণ ক'রে মার ভাবেই গড়ে উঠ্‌ত। মা'ই সর্ব্বেসর্ব্বা—শিক্ষা, দীক্ষা, অন্নদাত্রী, লালনপালনকর্ত্রী, ঘরবাড়ী, জমিজমা, ফল, ফসল, সব জিনিসের মালিক বাপ নহে—মা। মার জাতই রাণীর জাত, মার কাছ থেকে তার মেয়ে পেত বিষয়—ছেলে কেউ নয়। অসুখ বিসুখ হলে ছেলে বোনের কাছে তার মার বাড়ীতে (বাপের বাড়ী নয়) সেবা নিতে আস্‌ত। হয়ত দেশ দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে বিয়ে করে, আর বাড়ীর দিকে ফিরত না।

এই মাতৃতন্ত্রের আভাস আমাদের পুরাণেও কতকটা পাওয়া যায়। ব্রহ্মার প্রথম ৬০ হাজার মানসপুত্র তারা কেউ এদেশে ঘরবাড়ী করে বাস করল না, চলে গেল অন্য দেশ দেখতে, আর ঘরে ফিরে এল না। তেমনি আদিম মানব, তার সঙ্গে সংসারের কোন বন্ধন বা দায়িত্ব ছিল না, দেশ দেশান্তরে বিয়ে করে যেখানে-সেখানে কাজ করে সে ঘুরে বেড়াত। যে ঘরে তার জন্ম সে ঘরে তার স্থান ছিল না—সেটা হল তার মার বাড়ী—তার বোনের বাড়ী, কাজেই সেখানে বড় একটা কেউ ফিরত না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও বলেন যে মানবের প্রথম অবস্থায় 'মা' ছিল সমাজের কেন্দ্র—মূল ভিত্তি—সমাজের আকর্ষণী ও বন্ধনীশক্তি। স্তন্যপায়ী পশুশ্রেণী হতে সদ্য উন্মুক্ত অর্দ্ধপশু মানুষ জাত চিন্‌ত একমাত্র তার মাকে, ঘিরে থাকত তার মাকে, দেখত তার মাকে, শিখত তার মার কাছ থেকে। বাপ যাযাবর, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। মা জমি, গাছ, ফল, ফসল রক্ষা করে, ঘরে থাকে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করে। আর মরবার সময় মেয়ের উপর তার বিষয় আষয় ও সেই ভার দিয়ে যেত।

মানবিক যুগের Prehistoric সময়ের মানব সমাজে বাপের প্রতীক হল ভিখারী, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, ঘর বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না, সঙ্গে সঙ্গে তার কতকগুলো অসভ্য পশু-মানুষ—তারাও ডেরা-ডাণ্ডাহীন মায়ের প্রতীক হল চিরস্থির, অচল, হিমাচলের একমাত্র কন্যা চির-কল্যাণময়ী দুর্গা, একমাত্র ভাই মৈনাক দেশ-ত্যাগী, স্বামী যাযাবর ব্যাধ, বেদে হলেও তিনি নিজে কিন্তু ঘোরতর সংসারী গৃহের কর্ত্রী—অন্ন সংস্থানে লক্ষ্মী—লালনপালনে অন্নপূর্ণা। সংসার ছেলেপুলে লোকজনের ভরণপোষণ তারই ভার, তারই কর্ত্তব্য, তারই ভাবনা।

মানব-সমাজে মায়ের স্থান পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু শিশু জীবনে মায়ের স্থান ঠিক পূর্ব্বের মতনই আছে। তবে যাঁরা পুত্র প্রসবান্তে wet nurseএর হাতে ছেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন, আমি তাঁদের কথা বলছি না। কাজেই মায়ের দায়িত্ব কত কঠিন, কত গুরুতর তার সীমা নাই।

এখন কথা হচ্ছে, শিশু মায়ের অনুকরণ করে কেন? সদ্যজাত শিশুর চোখ ফুট্‌ল, দৃষ্টি এল, তখন সব জিনিস সে উল্টো দেখে। পুতুলের পা দেখে উপরে, মাথা দেখে নীচে, দৃষ্টি ঠিক হয়নি—দুটি তারা দুদিকে যায়, কখন নাকের কোনে এক হতে চেষ্টা করে। দূরের জিনিস গুলো খুব কাছে ভাবে। বুকের উপর লাল ফুল বা বল ঝুলিয়ে দিলে, সে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, নিজের বুকের উপর ধড়াস ধড়াস করে চাবড়াতে থাকে, ভাবে সেটা ধরে ফেলেছি। আকাশের

চাঁদটাও তার ঘর—কাছে মনে হয়, মা যদি টী দিয়ে যারে না করে—নিজে ছোট হাত তুলে 'হুই' করে, খিদে পেলে কাঁদে, মা এসে খাওয়ায়, হেসে হেসে ক্ষুধার শান্তি জানায়। মাকে দেখলে হাসে—সকলের চেয়ে তাকেই বেশী চিনে—শরীরের যা কষ্ট, মা কোলে নিলে ভাল হয়—মায়ের কোল অবধি সে চিনতে পারে।

তার থেকে অন্য জিনিসের দূরও যেমন বুঝতে থাকে, তেমনি ভালমন্দের তারতম্য, মিষ্ট ও কর্কশ ও সে বুঝতে থাকে। 'এরে চোপ বল্লে'— তার ঠোঁট ফুলতে থাকে আর কোমল সুরে না—না করলে সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, হাসতে থাকে। এইরূপে শিখতে শিখতে তার বুদ্ধির উন্মেষ হয়। শাস্ত্রে তাই তাকে "ত্রিবর্ষা জ্ঞান-রূপিণী" বলেছে। তখন থেকে তার ভাল করে সুরু হল "অনুকরণ." মা জোর করে দুধ খাওয়ায়, সেও তার পুতুলকে বকে, মারে আদর করে। কখন কখন তার সঙ্গে যারা আছে তাদের খাওয়ায় বা তারা মিছে মিছে তাকে খাওয়ায় সে খায়। সে তখন অনুকরণের সঙ্গে তার চতুর্দ্দিকে ভাব বা কল্পনা-রাজ্য গড়তে আরম্ভ করেছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বা বিচারশক্তিও একটু এসেছে। আর সে দৌড়ে আগুন বা আলো ধরতে যায় না, জানে পুড়ে যাবে। অনুকরণের প্রবৃত্তির সঙ্গে ভাব (Imagination) ও জ্ঞানের বিকাশ হতে আরম্ভ করেছে। শাস্ত্রে তাই তিন বৎসরে মেয়েকে কন্যারূপী দেবী "ত্রিমূর্ত্তি" বলে ধ্যানের নির্দ্দেশ করেছে।

এই সময় থেকে মায়েদের একটু সাবধান হয়ে চলা উচিত। মারা কিম্বা বকা, অন্যের উপর রাগ করে ছেলের উপর ঝাল ঝাড়া মোটেই উচিত নয়। বরং সেই ঝাল শিশুর উপর না হয়ে যদি তার বাপের উপর প্রয়োগ করা হয়, তা হলে যে বিশেষ ক্ষতিকর হবে বলে মনে হয় না এবং বরং সুফলও ফল্‌তে পারে। কিন্তু শিশুর পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তার নবজাত মনের উপর তাহলে একটী অশুভকর পরিবর্ত্তন হয়। তাতে তাদের দেহের পুষ্টির ও মনোবিকাশের স্ফূর্ত্তি হয় না। কাশ্মিরীদের ভিতর ধারণা যে, ছোট ছেলেকে বকলে বা মারলে বা কাঁদালে জ্বর হয়। অনেক সময়ে এর সত্যতা অনেক মেয়েরা বুঝতে পারেন। বাংলা দেশের বুড়ীরা প্রখরা বৌদের ছেলে-মারা বা কাঁদানো তাই এত অপছন্দ করে। কেঁদে কেঁদে জ্বর আসবে বলে।

এই বাড়তির মুখে ৪।৫ বৎসর অবধি তাদের হাসি মুখে মিষ্টি কথার ভিতর দিয়ে, আদরের ভিতর দিয়ে মানুষ করতে হবে। তারা আনন্দের ভেলা—এসেছে আনন্দ রাজ্য থেকে, তোমার নিরানন্দের ভাগ নিতে সে রাজী নয়, তাকে ভুলিয়ে কাজ নিতে হবে। মিষ্টি কথায় ভাল আর মন্দ শিখিয়ে দিতে হবে—এদিক-ওদিক হলে সে তোমায় মোটেই আমোল দেবে না—একটা ভীতি, অশান্তি বা নিরানন্দের ছায়া তার মনে দাগ দিয়ে তাকে স্ফূর্ত্তিহীন করে দেবে—তার উজ্জ্বল চোখে একটী উজ্জ্বল-তর কাজলের ভিতর দিয়ে ম্লান ভাব প্রকাশ পাবে। কাঁদুনে বা প্রখরা মার ছেলেকে তার চোখ থেকেই বুঝা যায় তাকে চোখে ধমকে ফল হবে না। কারণ তার ভাব বা কল্পনা Imaginationএর বিকাশের সঙ্গে সে একজন বড় ঐন্দ্রজালিক হয়ে পড়েছে। কাঠের ঘোড়াকে সে সজীব করতে শিখেছে, পুতুলগুলোকে সে প্রাণ দিতে শিখেছে, সে যা ছোঁবে তাকেই সজীব করে ফেল্‌ছে। কাঠের টুলে বা বেঞ্চে বসে দুদিকে পা দুলিয়ে ঝেঁটার কাটী নিয়ে সে ঘোড়দৌড় করে। সে চোখের কথা বুঝে। কথা না বলেও তার সঙ্গে ভাব করা যায়। সে রেলগাড়ী চালায়, গাড়ী ছোটায়, ডাক্‌লে বলে নাম্‌তে পারছি না, গাড়ী চল্‌ছে—সে সেইক্ষণের জন্য বিশেষ করে চল্‌ছে—কেমন করে নাবে।

কাটীর আগায় সুতো বেঁধে হাওয়ায় ফেলে বড় বড় মাছ ধরে—আমরা রৌদ্রে পুড়ে সত্যিকারের মাছ ধরে যে আনন্দ না পাই সে বিছানায় বসে ওরা মাছ ধরে তার চেয়ে বেশী আনন্দ পায়, কারণ সে ভাবের রাজা। গাছ পালা, নদ নদী, আকাশ বাতাস, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র তার কাছে সজীব—কেননা সে নিজেই ঘোরতর সজীব।

দেবরাজ গেলেন
সুয্যি মামার বাড়ী
সুয্যি মামা বস্‌তে দিলেন
জল আর পিঁড়ী।

আর জিজ্ঞাসা করলেন কেন এসেছ, দেবরাজ বল্লেন "এখন রৌদ্র কর ঠাকুর উঠান ঘর ঝাঁট দিই।" বর্ষা কেটে

গেল, রদ্দুরে সব কাঠ ফাটতে লাগল। সে সবই বিশ্বাস করে হাঁ করে শুনে আর দেবরাজ ইন্দ্র ওই আকাশে আছে তা ঠিক। করে নেয়। স্থষিটা দেখছে আর ইন্দ্র দেবরাজ আন্দাজ করে নিচ্চে দৃশ্য ও অদৃশ্য, direct or indirect দুটো ধারণাই সে সড় গড় করে নেয়।

এই অদৃশ্য রাজ্যের যেটা সে দেখেনি অথচ মানসনেত্রে বেশ উজ্জ্বল থেকে, ধারণা ও স্বভাবসুলভ বিশ্বাস দুটো মিশে ভূত, প্রেত, পিচাশ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, ডাকিনী সাকিনী অস্তিত্বের ঘোরতর বিশ্বাসী হয়ে পড়ে—তাদের প্রত্যক্ষ দেখে—ভূতের গল্প শোনা চাই আবার রাত্রে জুজুর ভয়ে লেপটা মাথা অবধি ঢাকা দেওয়া চাই পাছে যদি লেপের ফাঁক দিয়ে ভয়টা তার কাছে আসে। কিন্তু তার পর দিনই আবার সেই ভূতের গল্প শুনতেই হবে।

এর কারন মনের ভাববৃত্তিগুলো—Imagination faculty লাফিয়ে দৃষ্ট দেখে অদৃষ্ট জিনিসে গিয়ে পড়েছে —দৃষ্ট বস্তুর সীমা আছে—অদৃষ্ট বস্তুর সীমা নেই—অসীম অনন্ত শিশুর ভাববৃত্তি আর গণ্ডির ভিতর থাকতে চায় না "বুড়ী বুড়ী তুই কোথায় যাচ্ছিস," কাঁকড়া গর্ত্তের ভেতর থেকে শিয়াল বোনপোকে "হাত পা ধুয়ে শুয়েছি ঘরে, বেরব কি তোমার গপ্তির তরে" বলে ফিরিয়ে দিল।" কুকুর বিড়ালের ঝগড়া—ছেলের দুগ্ধ চোর বিড়ালকে পায়ে দড়ী বেঁধে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাচ্ছে ডানহাসের উত্তরে, পরম ধার্ম্মিক বিড়ালের গম্ভীর উক্তি

"খেয়েছি দেয়েছি এখন ধর্ম্মে দিছি মন
বাছারা নিয়ে যাচ্ছে শ্রীবৃন্দাবন।"

এসব দেখা জিনিষ তার কাছে নিতান্ত সাধারন ordinary, state, তাতে তার গা শিওরোয় না, মন বসে না—সে বুড়ী দেখেছে, কাঁকড়া, শিয়াল, কুকুর, বেড়াল সবই দেখেছে—সে অসাধারন কিছু, নূতন কিছু, অদৃশ্য কিছুর খোজেই আছে। ৫।৬ বৎসর হতে না হতে শিশু নিজের চারদিকে এক অভিনব স্বপ্নরাজ্য হু হু করে গড়ে ফেলছে—এরূপ ভাববৃত্তির বা কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ অর্থাৎ কল্পনার দৌড় খুব ভাল এমন কি চরিত্র গঠনের এক প্রধান উপাদান ও সহায়। কিন্তু বেশী মাত্রায় হলে সেটা Phantasy বা বিকৃত কল্পনায় পরিণত হয় ও ভবিষ্যৎ-জীবনে কুফল ফলে, যদি সময়ে তাহা পরিহার না করে।

পৃথিবীর কঠিন নিয়ম, সমাজের বন্ধন, পিতামাতার শাসন, তার উপর বেশী রকম দাবী করলেই, শিশু সুবিধা পেলেই তার স্বপ্নরাজ্যের ভিতর চলে যায়, সে ভাব-জগতেই বেশী থাকে তোমার কড়া নিয়ম থেকে তোমার কর্কশ চাল থেকে, তোমার বড় ব্যবহার থেকে, তোমার রুদ্রমূর্ত্তি থেকে সে ছুটী পাক না পাক সে তার মনগড়া কাজেই থাকে, মাথার ভেতর যা খেলছে, কেউ যা দেখে না থামাতে পারে না—বাস্তব বড় কর্কশ বলে, তার থেকে মানসরাজ্যে বেশী আনন্দ পায়—বাস্তবে বাধা আছে, অন্তরায় আছে—কল্পনারাজ্য সীমাহীন বাঁধা নিজের মনের উদ্দাম ভাবের ঘোড়া একলা বা সঙ্গীদের সঙ্গে ছুটিয়ে দিয়ে যে কঠোরতা তাকে নিষ্পেষিত করছে তার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করে। ইহার ফল বেশী বয়সে দেখা যায়। সে কখনই পৃথিবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চল্‌তে পারে না নিজের কথাটাই সাত তাল করে নিজের ভাবেই মুগ্ধ, মনে মনে নিজেকেই হাততালি দেয়—সে একটা ভাবুক লোক হয়ে দাঁড়ায়—কাজের লোক হতে পারে না—Idealist, Visionary হয়। তাকে কেউ বুঝলে না—সেই বোঝদার, সকলে আর ভুল করছে। পৃথিবী তার উপর অত্যাচার করছে. খিট্‌খিটে মেজাজ, মন-মরা বা মন গুমটো হয়ে পড়ে। এই শ্রেণী থেকে অনেক লোক আধ-পাগলা বা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কাজের বাহিরে চলে যায় Practical লোক হয় না।

Idealist or visionay লোক সাধারণত কবি শ্রেণীর ভিতর গিয়ে পড়ে। সামঞ্জস্য জ্ঞান থাকে না। বোধদয় পড়তে সুরু করেই লুকিয়ে পয়ার লিখতে আরম্ভ করে। যাকে শুদ্ধ ভাষায় আজকাল আপনারা কবিতা বলেন। উত্তরকালে মনে মনে রবীন্দ্রনাথের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দী হইবার আশা করে, শিশু বয়সে অদৃশ্য ভূতপ্রেত আদি যারা কল্পনা কোরে সজীবকায় ও মানসনয়নে তাদের প্রত্যক্ষ করে, কথার মালা রচনা করে পরম্পরা গল্প করে, উত্তরকালে সেই উদ্দাম কল্পনার অপ্রতিহত শক্তির বিকাশ উপন্যাস রচনায় নিয়োগ করেন। যদিও ইহার বক্তব্য জগত, জন্ম-

সমাজ এসবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলবার তার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই সে Rabid Imagination উন্মত্ত বালকের ন্যায় স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। যেমন ছেলে বেলায় করে এসেছিল—সে তার আসে-পাশে দেখে না—নূতন ধারণা নূতন কল্পনার পিঠে চড়ে বেড়ায়—ছেলে বেলায় ভুত প্রেতের সৃষ্টি করবার বেগ সামলাতে পারে না। উপন্যাস ক্ষেত্রে নেবে পড়ে বিকৃত কল্পনার পরিচয় দিয়ে বঙ্গীর ছাত্র পিছিয়ে ফেলে যাবার প্রচেষ্টা করে।

বেশীর ভাগ লোকই যদি কবি ঔপন্যাসিক হয় ত পৃথিবীতে মানুষ বেশী দিন ঠিকে না এটা স্থির। কবি বা ঔপন্যাসিক নয় তাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য থাকে না। বিশেষতঃ বাংলাদেশ, বাউল কীর্ত্তন পয়ারের দেশ, নরম মাটীর দেশ—নরম মনের দেশ, নরম শরীরের দেশ—এদেশে জননীর সতর্ক থাকা উচিৎ যে শিশু যেন তার কড়া নিয়মের, কর্কশ বাক্যের, অবিচার ও অনাদরে, কল্পনারাজ্যের আশ্রয় বেশী না নেয়।

কবি বা ঔপন্যাসিক, মনুষ্যসমাজের কল্যাণকর জানি। তবে অল্প মাত্রায় হলে মঙ্গল। পুকুরে যেমন জাল-ছেড়া পোলা-ভাঙ্গা দু একটা খুব বড় মাছ থাকে, তাতে পুকুরের খুব নাম হয়, জল ভাল হয় কি না জানিনা। ওমনি সবদেশেই দু-একজন বড় বড় কবি বা পয়ার রচয়িতা ও ঔপন্যাসিক থাকলে দেশের সুনাম হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার ছেলে বলে আমরা দাবী করি, বাংলার জাতীয় জীবনের ঋষি অমর বঙ্কিমচন্দ্র ঘোরতর বাঙালী আমরা তাদের গৌরবে গৌরবান্বিত কিন্তু বাংলার মায়েরা ছেলেবেলা থেকে যেন শিশুদের এমনভাবে চালনা করেন, যেন বড় হলে তারা বুঝতে পারে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমের স্থান বাংলার জাতীয় জীবনে নাই। উত্তরকালে তাঁদের আদরের শিশু সন্তানদের সমালোচকের হাতে নুন প্রয়োগে কবির বা ঔপন্যাসিক জীবন নষ্ট হবার চেয়ে, তাদের উদ্দাম কল্পনার (foramterly) ভুত প্রেত তৈয়ার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা ভাল।

Dr Moblessoriর মত হল যে ছেলেদের একদম পরি, ভুত, প্রেত এ সব গল্প বলা উচিত নয়। এমন কি যাহাতে কল্পনার আতিশয্য আছে সেরূপ জিনিষ তাঁর বিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ কিন্তু অন্যান্য অনেকে বলেন যে কল্পনার দ্বার একেবারে বন্ধ কোরে দেওয়া ঠিক নয়। প্রত্যেক আদিম অসভ্য জাতের ভিতর দেখা যায় শুধু ভুত প্রেত, ইত্যাদির গল্প বেশী, মানুষের কীর্ত্তি কথা কম। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অনেক কথা বলবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীচিন্তামণি।

বাঞ্ছারাম বাবুর চিঠি

'বেতার জগৎ' সম্পাদক সমীপেষু—

নমস্কার,

আজ্ঞে হ্যাঁ অনেক দিন বাদেই রাঁচি থেকে ফেরা গেল। শুনছি নাকি আপনাদেরও সেখানে যাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে খুব শিগ্‌গিরই। তা মশাই যাবারই কথা, যা গালাগাল আপনারা খাচ্ছেন এততেও যদি না যেতে হয় তা হোলে আর যাবেন কবে?

মশাই, কলকাতায় পদার্পণ করবার পূর্ব্বে থেকেই আপনাদের নিন্দে শুনে আসছি—এবার এসে দেখি একেবারে হরিহর ছত্রের মেলা বসে গেছে.....বোধ হচ্ছে আপনাদের তল্পি তল্পা গোটাতে হবে। শুনতে পাই আপনারাতো ইরি মধ্যে সকলে বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়েছেন। আপনার খান চোদ্দ বড় বড় বাড়ী কলকাতায় উঠেছে, রাইবাবুর খান দুয়েক জমিদারী.....তা ছাড়া গল্পদাদা, বিষ্ণুশর্ম্মা (ওঁরা ওস্তাদ লোক) নাতি, নাতনি, মা, দিদিভাই ইত্যাদির কল্যাণে কি আর গঙ্গারামের মত বসে আছেন—বিশ্বাস হয় না। বেশ সব আছেন

ভাল! হায়, হায় মেজছেলেটাকে ওখানে ঢোকাতে পারতুম, যাক্ আপনাদের ব্যাচটা গেলে একবার attempt করবো।

মশাই, সত্যি কথা বলতে কি জগতে যে এত ভাল লোক ছিল তা আমার ধারণাই ছিল না আর আপনারাও যে এত খলিফা তাও বোধ করিনি। সবাই মিলে পুকুর চুরি করছেন, মশাই!

মশাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাদের কি ইচ্ছে সকলকে সন্তুষ্ট করবেন? তা কি কখন হয়? একদল শ্রোতা বল্লেন, হিন্দি গান দিন—অমনি আপনারা ভোর বেলা থেকে হিন্দি রেকর্ড সুরু করলেন আর সেঁইয়া গুঁইয়ার পালা শেষে হ'ল রাত্তির এগারটায়। প্রাণ যায় আর কি! তারপর সকলে মিলে ধরলেন আধুনিক গান দিন। অমনি প্রাতঃকাল থেকে হাঁপানি সুরু হল—রাত্তির এগারটার সময় আমাদের মনে হ'ল আর বোধ হয় রেডিও বাঁচবে না। সকলেই বড় বড় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে গান গাচ্ছেন। সে এক বিপদ আর কি! তারপর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রোতারা বোধ হয় দলবদ্ধ হ'য়ে অনুরোধ করলেন যে বেতার কিনলুম সন্ধ্যে আহ্নিক ছেড়ে কোথায় একটু ধর্ম্মকথা শুনবো বলে তা নয় দিনরাত্তির যত বাজে গান। আর যায় কোথা আপনারা এত ধর্ম্মচর্চ্চা করতে লাগলেন যে যখনি রেডিও খুলি তখনই শুনি সকলে কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। কারুর মুখ দিয়ে আর স্পষ্ট কথা বেরুচ্ছে না। এবার বুঝি জ্ঞানমার্গের দিকে নজর দিয়েছেন.........যখনি বেতার শুনি তখনই জ্ঞানের কথা, কিন্তু দয়া করে অধীনদের অবস্থার দিকে একটু চেয়ে দেখছেন কি.........এদিকে যে ফাটাফাটি হ'য়ে গেল......Sincerely বলছি মারা গেলাম। যাঁরা বলেন তাঁরা খুব ভালই বলেন কিন্তু Excuse us.........এই কি ধর্ম্ম আপনাদের? যাবার আগে কি এই ভাবেই শোধ নিয়ে যাবেন?

যদি সবই করলেন তো আর একটু নতুনত্ব করুন না। সেই গল্পদাদা, সেই বিষ্ণুশর্ম্মা সেই মজুমদার মশাই, সেই রাইবাবু, সেই চোখ সেই মুখ, সেই নাক, সেই একটু পরে, আর সব সেই একেঘেয়ে ও ছেড়ে তার চেয়ে—এক কাজ করুন না। নিজেদের কাজটাই বদলা বদ্‌লি করে নিন্ না। গল্পদাদাকে বাঁশী দিন, রাইবাবুকে ছেলেদের আসরে বসান, আপনি মহিলা মজলিসে বসুন আর বিষ্ণুশর্ম্মা মশাই তো খুব চৌকস লোক শুনতে পাই একাধারেই সব...তিনি কি তবলাটা রপ্ত করে নিতে পারবেন না! এইটে হলেই আপনাদেরও মনস্কামনা পূর্ণ হয় আমরাও বাঁচি।

আপনাদের যোগ্যতা যে কিছু নেই এইটে এতদিনে বুঝতে পারা গেল। যাঁদের যোগ্যতা রয়েছে তাঁরা তো এখনও বাইরেই পড়ে রয়েছেন দেখছি। জানিনা ভগবান কি সেদিন দেবেন যেদিন বেতারে এঁরা ঢুকবেন কিন্তু ভয় যে আপনারা যখন যাবেন তখন কি আর বোকার মত যাবেন তার আগেই যা কাণ্ড কোরে যাবেন যে বোধ হয় আর কাউকে ক'রে খেতে হবে না। নমস্কার! ইতি—

বিনয়াবনত—
শ্রীবাঞ্ছারাম চট্টোপাধ্যায়

আস্‌ছে বারের বেতার জগতে
পুনরায় গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হবে।

মাইক্রোফোনের সাম্‌নে

বড় বড় গায়ক, গায়িকা, বক্তা অভিনেতা মাইক্রোফোনের সাম্‌নে এক এক সময় এমন ভেব্‌ড়ে যান যে অনেক সময় বেতারের কর্ত্তৃপক্ষকে সে জন্য যথেষ্ট অপদস্থ হ'তে হয়। অত কথা কি যাঁরা প্রত্যহ আপনাদের সাম্‌নে কথা বলছেন তাঁরা পর্য্যন্ত সময় সময় এমন দু একটি ভুল বলে ফেলেন যা লক্ষবার জিব্‌কাটলেও সামলাবার উপায় নেই। কিন্তু এ জিনিষটা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষের জিহ্বা সব সময়ে তার নির্দ্দেশ মত চলে না এর ফলে রাম বলতে গিয়ে হাম্‌, কড়া বলতে গিয়ে বড়া, কেটে বলতে গিয়ে ফেটে একাকার হ'য়ে যায়। আপনাদের কাছে এই রকম দু চারিটি মজার ব্যাপার বলছি যা শুনলে আপনাদের খুব হাসি পাবে বটে কিন্তু আমাদের পক্ষে এই অনিবার্য্য ত্রুটী সামলান সময় সময় বাস্তবিক প্রাণান্তকর হ'য়ে ওঠে। আপনারা জানেন যে বেতার সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টুডিওর মধ্যে লাল আলো দু'ধারে জ্বলে ওঠে এবং ঘোষক মশাই যতক্ষণ না সঙ্কেত করেন ততক্ষণ (মাইক্রোফোন যার সামনে কথা বলতে হয়) সেটি সজাগ থাকে। সে সময় হাঁচি, কাশি তো দূরের কথা একটু জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে তা চারিধারে ছড়িয়ে পড়বে। একবার একজন সুবিখ্যাত বক্তা এলেন বক্তৃতা করতে। তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ম কানুন বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল তিনি বুঝলেনও কিন্তু কাজের বেলায় সব উল্টোপাল্টা হ'য়ে গেল। ঘোষক মহাশয় তাঁর পরিচয় দিয়ে চলে যাবার পরই তিনি বেশ পা মুড়ে চেয়ারে বসে বলে উঠলেন "ব্যাস্‌!"—কি সর্ব্বনাশ! ঘোষক মহাশয় মুখে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন "চুপ্‌, চুপ্‌" তিনি বুঝলেন না উপরন্তু বলে উঠলেন "এঁ্যা"—ঘোষক মহাশয় দেখলেন মহা বিপদ! এত বড় লোকটার তো আর মুখ চেপে ধরা যায় না তিনি খাতাটা দেখিয়ে সঙ্কেত করতে লাগলেন যে বলুন আপনার বক্তব্য বিষয়। তখন তিনি আবার একবার স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন "আচ্ছা!" দুর্গা দুর্গা করতে করতে বক্তৃতা শেষ হ'ল। ঘোষক মহাশয় তাড়াতাড়ি মাইক্রোফোন বন্ধ করবার সঙ্কেত করলেন তার পূর্ব্বেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'যাক্‌ চুকলো তো?—যেন ঘোষক মহাশয় এতক্ষণ তাঁর গলা চেপে তাঁকে শাস্তি দিচ্ছিলেন এই রকম ভাবটা। অতঃপর আর কি বলা যায় ঘোষক মহাশয় একটি নমস্কার জানালেন।

আর একবার একটি গুরু-গম্ভীর নাটকের অভিনয় হচ্ছে। একটী দাসীর সঙ্গে এক সন্ন্যাসীর কথা হচ্ছে। যিনি দাসী সেজেছেন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেই প্রায় তাঁর কেঁদে ফেলবার অবস্থা হয়—বিশেষ অভ্যস্ত নয়, নতুন নাবছেন। দু'ধারে দুজন লোক তাঁর কাণে কাণে পার্ট বলে দিচ্ছে পাছে ভুল হয়। সবই উৎরে গেল কিন্তু শেষকালে একটি কথা ছিল "বাবা এর একটা গতি কর," সেইটি বলতে গিয়ে দাসী ঠাকরুণ কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বলে ফেললেন, 'যে বাবা এর একটা গতু কর! আর যায় কোথা সকলের গুরু গম্ভীর মুখ একেবারে পাঁচের মত হয়ে উঠলো, কিন্তু হাসবার যো নেই। সকলের মনে হল একশো ভূতে মিলে সকলকে কাতুকুতু দিচ্ছে অথচ পেটে ক'সে বেল্ট্‌ বাঁধা! সন্ন্যাসীঠাকুর সে কথাটাকে সামলাতে গিয়েই হোক্‌ কিম্বা রসিকতার প্রলোভন ছাড়তে না পারার জন্যই হোক্‌ গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ" একটা গতুতো করতেই হবে পাঁচুর মা!" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষক মশাই যন্ত্র বন্ধ করলেন। কারণ তা' না করলে এর পরে হাসির ধাক্কা সামলাতে গিয়ে অনেককে মারা পড়তে হ'ত। বিধি সুপ্রসন্ন, সেইটেই ছিল, সেই অঙ্কের শেষ কথা এই যা রক্ষে। ভবিষ্যতে আপনারা যদি এই ধরণের মজার ঘটনাগুলো শুনতে চান তা হোলে আমরা শোনাতে পারি।

শ্রীবিঃ——

বেতারে স্বর গ্রহণের সহজ পন্থা।

যদি আগে থেকেই অনেকের মত ফিলিপ্‌সের 'মিনিওয়াট'—এইচ্‌, এফ, এম্প্রিফাইয়ার্‌ ও ডিটেক্টার্‌ হিসাবে ব্যবহারে আপনি উৎসাহী ও উৎসুক থাকেন তাহা হইলে ভালই করিয়াছেন। তবে রেডিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে বিশিষ্ট ডিজাইনের পাওয়ার ভ্যাল্‌বের দরকার। এনোড, ক্যাথোড ও তিনটী গ্রিড্‌ সমেত ৫টী ইলেক্‌ট্রোড্‌যুক্ত বিশিষ্ট ডিজাইনের

ফিলিপ্‌স্‌ পেন থড বি ৪৪৩ই

জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

পেন থড বি ৪৪৩ থেকে যে মিষ্টি গান ও কথা বেরোয় তার আওয়াজ খুব বেশী অথচ সুস্পষ্ট। আপনি শুনিলে সত্যই বিস্মিত হইবেন।

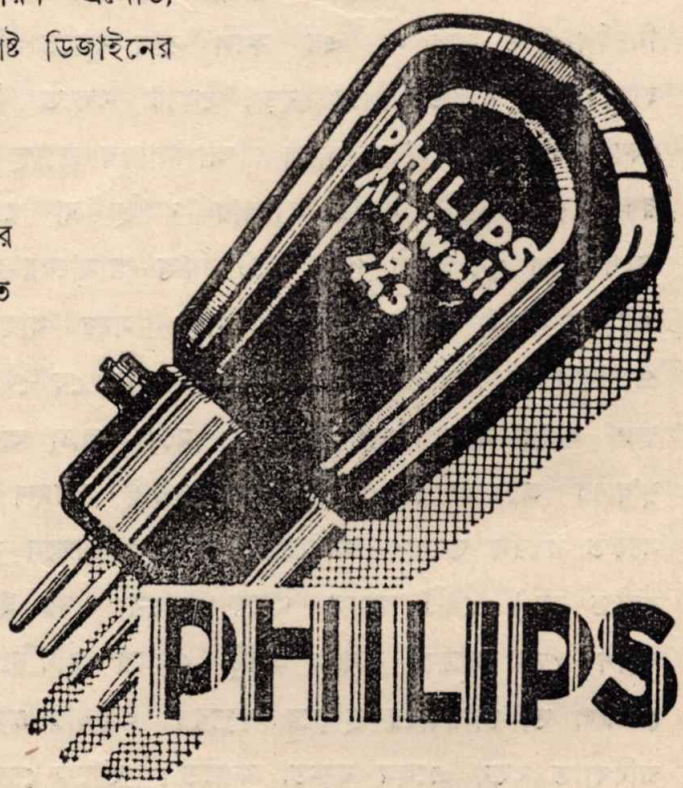

বিনামূল্যে পুস্তিকা বিতরণ

বেতারে ভালভাবে স্বর গ্রহণ করিতে চান? তাহা হইলে ভালভাবে স্বর গ্রহণের উপায় ফিলিপ্‌সের ভ্যাল্‌ব. গাইডের জন্য আজই লিখিয়া পাঠান। শুধু আপনার পূরা নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেই আমরা আপনকে বিনামূল্যে একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিব।

PHILIPS RADIO

PHILIPS

PARAGON POWER VALVE

ফিলিপ্‌স্‌ ইলেক্‌ট্রিক্যাল কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

ফিলিপ্‌স্‌ হাউস্‌

হেশ্যাম রোড

কলিকাতা।

অনুষ্ঠান-পত্র

কলিকাতা ষ্টেশন

(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

—

শুক্রবার ২৭শে মার্চ্চ ১৯৩১

১৩ই চৈত্র ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮-১৫ ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—আবৃত্তি

শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

বিষয়—পাঁচালী

—

৩—৩॥টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫॥—৬॥টা ছোটদের বৈঠক

বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭॥টা আবহাওয়া ও সংবাদ জ্ঞাপন, বাজার দর পাট ও গানির দর

—

৮—১১টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

অভিনয় রজনী

—

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের

"বিল্বমঙ্গল"

—

God Save the King

শেষ

—

শনিবার ২৮শে মার্চ্চ ১৯৩১

১৪ই চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮-১৫ ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

২—৩টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

কথক—শ্রীঅমূল্য ভট্টাচার্য্য

বিষয়—কথকতা (রামনবমী)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(আধুনিক বাংলা গান)

—

শ্রীঅনিলকুমার বসু

শ্রীসুধামাধব সেনগুপ্ত

মিস্ আভাবতী

—

৭টা (হাসির গান)

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

—

৭-৪৫ (বৈঠকী বাংলা ও হিন্দী গান)

নায়েব সাহেব

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

মিস্ উষারাণী

—

৮-৩০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

আফ্‌তাব্‌উদ্দিন ফকির—সুরসংগ্রহ ও বাঁশী

—

—

৯॥টা—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

স্বদেশী সিল্কের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

গরদের

ছাপান

সাড়ী

২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

E.P.S.

রবিবার, ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩১
১৫ই চৈত্র ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮-৩০ ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

৮-৪০ (সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)
শ্রীনিতাইচন্দ্র দে
শ্রীভোলানাথ দে
শ্রীকালীপদ পাঠক
তফজ্জল হোসেন
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

৯-৪০—১০টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)
ছোটে খাঁ—সারেঙ্গী

—

১১৷৷টা—১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৬৷৷টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

(সেণ্ট্ পল্‌স্ গির্জ্জে থেকে উপাসনা রীলে)

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(আধুনিক বাংলা গান)
কুমারী কণিকা রায়
শ্রীমতী আশালতা রায়
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ
শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮-৪৫—১১টা বেতার শিল্পীগণ কর্ত্তৃক
বাসন্তী পূজা
বাণীকুমার প্রণীত
(শ্রীযুক্তরাইচাঁদ বড়ালের পরিচালনায়)

—

God Save the King

শেষ

—

সোমবার, ৩০শে মার্চ্চ ১৯৩১
১৬ই চৈত্র ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮-১৫ ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

১-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা
বিষয়—বাংলার একটী ভীষণ ব্যাধি
মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩॥টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(বক্তৃতা)

বক্তা—বিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—প্রেতের ছবি কি ভাবে তোলা হয়

—

৭-২০ (সাধারণ বাংলা গান)

শ্রীকিরণচন্দ্র দাস

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

—

৭-৫০ হাসি কৌতুক

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৮টা (সাধারণ বাংলা হিন্দী ও গান)

শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত

মিস্ বীণাপাণি

আসফাক্ হোসেন

—

৮-৪৫ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

নান্নে বাবু—হারমোনিয়াম

—

৯॥—১০॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

মঙ্গলবার ৩১শে মার্চ্চ ১৯৩১

১৭ই চৈত্র ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮-১৫ ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

১-৪৫ রোটারী ক্লাব হইতে রীলে

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

২॥—৩॥টা মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীঅমূল্য ভট্টাচার্য্য

বিষয়—বিবিধ প্রসঙ্গ

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

ছোটদের বৈঠক

রক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা (বক্তৃতা)

বক্তা—মিঃ কে, এম, আসাদুল্লা

বিষয়—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী

—

৭॥টা (আধুনিক বাংলা গান)

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

মিঃ কে, মল্লিক

—

৭.৫০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

বাণীসঙ্ঘ সেক্‌ষ্টেট্ কর্ত্তৃক ঐক্যতানবাদন

(মিঃ জে, ঘোষের অধিনায়কত্বে)

—

৮টা (সাধারণ হিন্দী ও বাংলা গান)

মিস্ মাণিকমালা

তফজ্জল হোসেন

মিস্ ঊষারাণী

—

৮-৫০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

বাণীসঙ্ঘ সেক্‌ষ্টেট্

—

৯-॥—১০॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

বুধবার ১লা এপ্রিল, ১৯৩১

১৮ই চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

২টা মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—স্ত্রীশিক্ষা

বক্তা—শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

বিষয়—পাঁচালী

—

৩—৩॥টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(সাধারণ বাংলা গান)

মিস্ প্রফুল্লবালা

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার

—

৭॥টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত (এস্রাজ)

—

৭-৪৫ (সাধারণ বাংলা গান)

শ্রীকালীপদ পাঠক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
মিস্ আভাবতী

—

৮-১৫ (হিন্দী গান)
মিস্ আভাবতী
শ্রীরাখাল মিশ্র

—

৮-৪৫ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৯টা আবহাওয়া ও সংবাদ জ্ঞাপন
পাট ও গানির দর (বাংলায়)

—

৯-১৫ আবহাওয়া ও সংবাদ জ্ঞাপন
পাট ও গানির দর (ইংরেজীতে)

—

৯॥টা (হিন্দী গান)
বসির আমেদ
মস্তান্ গামা

—

১০-১০—১০॥টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)
ছোটে খাঁ—সারেঙ্গী

—

God Save the King
শেষ

—

বৃহস্পতিবার, ২রা এপ্রিল ১৯৩১
১৯শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা
বিষয়—জাপানে সামাজিক উন্নতি
মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

WHY NOT LEARN TO PLAY A MUSICAL INSTRUMENT YOURSELF?

It is no doubt pleasant to listen-in Wireless Music but it will be infinitely more so if you can produce music yourself.

We have a varied selection of Musical Instruments to choose from and invite inquiries.

Dwarkin & Son
Telegrams MUSICAL
Telephone 1051
CALCUTTA.
8, Dalhousie Square, East.

৩—৩৷৷টা ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

৭টা (সাধারণ বাংলা গান)
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
মিস্ বীণাপাণি
মিস্ আঙ্গুরবালা
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

৮-৫ (কীর্ত্তন)
শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী

—

৮-২৫ (হিন্দী গান)
আব্দুল আজিজ খাঁ

—

৮-৪৫ (যন্ত্র-সঙ্গীত)
শ্রীনৃপেন্দ্র মজুমদার—ক্ল্যারিওনেট

—

৯৷৷টা—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

শুক্রবার, ৩রা এপ্রিল ১৯৩১
২০শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা
বিষয়—কয়েকটী বৈজ্ঞানিকের কথা

—

বিশেষ অনুষ্ঠান

—

২-৪০ (বাংলা গান)
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু
শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

—

৩-১০—৩৷৷টা (হিন্দী গান)
তফজ্জল হোসেন

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫৷৷টা ছোটদের বৈঠক
বক্তা—গল্পদাদা

—

৬-৷৷—৭৷৷টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

৮·—১১টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের স্মৃতি বার্ষিকী

—

(লালচাঁদ ভবন হইতে রীলে)

—

God Save the King

শেষ

—

শনিবার, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩১

২১শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (উর্দ্দু)

—

৮-৩৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

২—৩টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—ভগবদ্গীতা

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৬॥টা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৭টা সাধারণ বাংলা গান

—

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক
মিস্ আবীরাবালা
মিস্ উষারাণী

—

৭-৫০ (হিন্দী গান)
মিস্ উষারাণী
নাম্নে সাহেব

—

গৃহলক্ষ্মী ও ছেলেমেয়েদের

—জন্য—

দেশী মিলের প্রস্তুত স্বদেশী পোষাক সর্ব্বদা মজুত রাখি।

পছন্দসই ছাঁট কাট ও ফ্যাসান চান ত আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। দাম সস্তা, এক দর, অপছন্দে নির্ব্বিঘ্নে ফেরত বদল।

ড্রেপারি ষ্টোর

G, ১৩, ১৪, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট,

কলিকাতা।

Phone Cal. 4202

৮-২০ (তর্জ্জা গান)
শ্রীকৃষ্ণলাল সরকার

—

৮-৪০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)
নাম্নে বাবু—হারমোনিয়াম্

—

৯-১৫—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

রবিবার, ৫ই এপ্রিল ১৯৩১

২২শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

৮-৪০ সাধারণ বাংলা গান

—

মিঃ কে মল্লিক
শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য
মিস্ মাণিকমালা

—

৯-২০ (হিন্দী গান)
মিস্ মাণিকমালা
শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

—

৯-৪০—১০টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)
শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত—স্বরোদ

—

১১॥টা—১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৬॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

সেণ্ট পল্‌স্ গির্জ্জা থেকে রীলে

—

৭॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

আধুনিক বাংলা গান

—

কুমারী বনলতা মিত্র
কুমারী পুষ্পরাণী সান্যাল
কুমারী প্রতিভা সেন
কুমারী রেণুকা মিত্র
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু
শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত

—

৮-৪৫ (হাসির গান)
শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৯টা আবহাওয়া ও সংবাদ জ্ঞাপন
বাজার দর, পাট ও গানির দর (বাংলায়)

—

৯-১৫ আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (ইংরাজীতে)

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

৯॥টা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৯-৪৫ (হিন্দী গান)
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
তফজ্জল হোসেন

—

১০-১৫—১০॥টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

আফতাবউদ্দিন ফকির—সুর-সংগ্রহ

—

God Save the King

শেষ

—

সোমবার, ৬ই এপ্রিল ১৯৩১

২৩শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—দূরদেশে যাত্রা

—

২॥—৩॥টা (বিশেষ অনুষ্ঠান)

—

(সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

শ্রীসুধামাধব সেনগুপ্ত

আর সি বড়াল—ভজন

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৮টা—৯টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের স্মৃতি বার্ষিকী

—

(বড়াল মহাশয়ের বাটী হইতে রীলে হইবে)

—

THE GRAMOPHONE MART.

For

Every thing in Music

Try

Their Radio-Amplifier

and

enjoy the purest reception.

Address : -172, Harrison Road,

CALCUTTA.

Phone B. B. 1621.

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (বাংলায়)

—

৯-১৫ আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (ইংরেজিতে)

—

৯॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

১০টা—১০॥টা বড়াল ভবন হইতে পুনরায়
সঙ্গীত অনুষ্ঠান রীলে হইবে

—

God Save the King.

শেষ

—

মঙ্গলবার, ৭ই এপ্রিল ১৯৩১

২৩শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী ও গুজরাটী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

১-৪৫ রোটারী ক্লাব হইতে রীলে

—

২॥—৩॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্
বক্তা—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
বিষয়—কথকথা

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

ছোটদের বৈঠক
বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

৭টা সঙ্গীত-শিক্ষা

—

৭॥টা অভিনয় রজনী

—

নির্ব্বাচিত দৃশ্য হইতে

—

৯-১৫—১০টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

বুধবার, ৮ই এপ্রিল ১৯৩১

২৪শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (বাংলা ও উর্দ্দু)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—একজন বড়লোকের জীবনী

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড (বাংলা ও মারাঠী)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

(বক্তৃতা)

বক্তা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সুকুল, এম্ এ

বিষয়—হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা

—

৭-১৫ (সাধারণ বাংলা গান)

—

মিস্ প্রফুল্লবালা

মিস আভাবতী

শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মিস্ মাণিকমালা

শ্রীগোরাচাঁদ অধিকারী

—

৮-৩৫ (হাসি ও কৌতুক)

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৮.৪৫ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৯টা আবহাওয়া সংবাদ, বাজার দর,
পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৯৷৷টা হাসি কৌতুক (হিন্দী ও গুজরাটী)

হীরালাল গিরিধারীলাল

—

৯-৪০ (হিন্দী গান)

আস্‌ফাক্ হোসেন

—

১০টা (বাংলা গান)

শ্রীঅনাথনাথ বসু

—

১০-২০—১০-৩০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

মিঃ আর সি বড়াল (পিয়ানো)

—

God Save the King.

শেষ

—

বৃহস্পতিবার ৯ই এপ্রিল ১৯৩১

২৫শে চৈত্র, ১৩৩৭

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (বাংলা ও গুজরাটী)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—বাংলা ভাষা

মহিলাদের রচনা ও চিঠি-পত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা ভারতীয় গ্রামোফোন্ রেকর্ড (হিন্দী ও উর্দ্দু)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(সাধারণ বাংলা গান)

শ্রীসুশীলকুমার বসু

শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

—

৭-২৫ (উড়িয়া গান)

শ্রীগোকুলচন্দ্র শ্রীচন্দন

—

৭-৪০ হাসি কৌতুক

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৭-৫০ (সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)

মিস্ বীণাপাণি

মিস্ আঙ্গুরবালা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

৮-৪৫ (যন্ত্র সঙ্গীত)

শ্রীনৃপেন্দ্র মজুমদার—ক্ল্যারিওনেট

—

৯৷৷টা—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King.

শেষ

—

বেতার জগতের বার্ষিক মূল্য—

১৸৵০ আনা

ভিঃ পিঃ—২৸৵০ আনা

বেতার জগতের নিয়মাবলী

বেতার জগতের বার্ষিক সডাক মূল্য ১৸৵০ আনা। প্রতি মাসে এক শুক্রবার অন্তর দু'বার বাহির হয়। ভিঃ পি যোগে কাগজ পাঠান হয়। টাকা কড়ি ম্যানেজার, "বেতার জগৎ" নামে প্রেরিতব্য।

প্রবন্ধ রচয়িতাদের প্রতি

বেতার জগতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। রচনা ফুলস্কেপ পাতার দু'পাতার বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহিলাদের স্বরচিত রচনা মহিলা মজলিসে, ও বালক বালিকাদের রচনা ছোটদের বৈঠকে পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা অমনোনীত হইলে তাহা ফেরৎ দিবার জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না। কোন রচনা অমনোনীত হইলে সে বিষয়ে কোন উত্তর দিতে সম্পাদক অক্ষম।

বিজ্ঞপন দাতাদের প্রতি

বেতার জগতের বিজ্ঞাপনের হার। কভার প্রথম পৃষ্ঠা—৩০৲। ২য় পৃষ্ঠা—২৫৲। ৩য় পৃষ্ঠা ২৫৲। শেষ পৃষ্ঠা—৩০৲। সাধারণ ১ পাতা—২০৲। অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲। সিকি পৃষ্ঠা—৬৲। বিশেষ বিবরণের জন্য ইউরেকা পাবলিসিটী সারভিস ১৫৭ বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে, কিম্বা ১ নং গারষ্টিন প্লেসে পত্র লিখুন। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন কিম্বা বন্ধ করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে পত্রিকা বাহির হইবার ৭ দিন পূর্ব্বে ১ নং গারষ্টিন প্লেসে বেতার জগতের ম্যানেজারকে জানাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সময় ব্লক ফেরৎ লইবেন নতুবা ব্লক হারাইয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। আকস্মিক প্রেস দুর্ঘটনায় যদি ব্লক ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলেও আমরা দায়ী নহি।

অনুমত্যনুসারে—
শ্রীসুবেশচন্দ্র ভৌমিক।
প্রকাশক বেতার জগৎ।

LISSEN

VALVE PRICES HAVE DROPPED TREMENDOUSLY

For 2 Volt Accumulators.

H.	210	R.C. H.F.	Rs.	5 8 0
H.L.	210	General Purpose ...	„	5 8 0
L.	210	L.F. & Detector ...	„	5 8 0
P.	220	Power	„	7 4 0
P.X.	240	Super Power	„	8 0 0
S.G.	215	Screened Grid ...	„	12 8 0
P.T.	225	Power Pentode ...	„	12 8 0
P.T.	240	Super Pentode ...	„	16 0 0

For 4 Volt Accumulators

H.	410	RC. HF. Det. ...	„	5 8 0
HLD	410	RC.HF.LF.Det.(Gen.Pur.)	„	5 8 0
L.	410	1st. LF. Det.	„	5 8 0
P.	410	Med. Power	„	7 4 0
P.	425	Super Power, Power	„	8 0 0
S.G.	410	Screened Grid ...	„	12 8 0
P.T.	425	Pentode	„	16 0 0

For 6 Volts Accumulators.

H.	610	R.C. H.F. & Det. ...	„	5 8 0
HLD	610	General Purpose ...	„	5 8 0
L.	610	L.F. Amp. & Det. ...	„	5 8 0
P.	610	Medium Power ...	„	7 4 0
P.	625	Power	„	8 0 0
P.	625A	Super Power	„	8 0 0
P.T.	625	Super Power Pentode	„	18 8 0

The Famous Lissen Valves manufactured by an entirely new process and incorporating the exclusive "extended grid" and "amalgamated filament" features are so popular with both experts and amateurs alike and are produced so scientifically that it is possible to sell them at these amazing prices

AVAILABLE FROM ALL RADIO DEALERS

LISSEN LIMITED :: :: :: ISLEWORTH MIDDLESEX

রেডিও পেয়ে 'মেনি' আর 'ভুলো'র চিরকেলে ঝগড়া থেমে গেছে। বাড়ীতে যদি শান্তি আন্‌তে চান তাহ'লে একটী ভালো **রেডিও** রাখুন—ভালো রেডিও পাবেন—

ডেরাডিণ্ড কোম্পানী

৫।১ কেণ্ডারডাইন লেন, কলিকাতা।

ফোন নং বড়বাজার ৩৭২৬

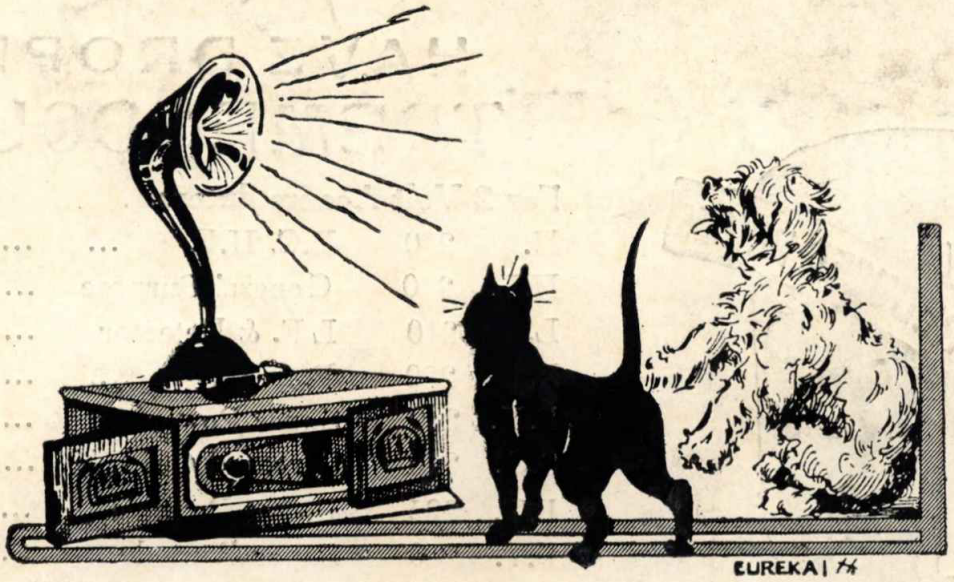

একটী সর্ব্বাঙ্গ—সুন্দর রেডিও সেট
"কিনোরা—৪"

এই সেট দ্বারা আপনারা লাউড স্পীকারে কলিকাতা, বোম্বাই, সিলোন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, রাশিয়া, টুর্কি, যবদ্বীপ, ফিলিপাইন, মরক্কো, চীন, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি জগতের প্রায় সমস্ত ষ্টেশন শুনিতে পাইবেন।

অতিসরল ও সুন্দর সেট চালাইতে কোন হ্যাঙ্গাম নাই এবং আওয়াজ খুব জোর ও স্পষ্ট।

পত্র লিখিলে আপনার বাড়ীতে গিয়া শুনাইবার বন্দোবস্ত হইতে পারে।

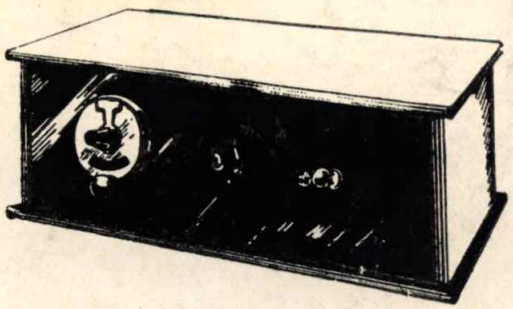

শুধু সেটটীর দাম ২০০৲
ব্যাটারী-লাউডস্পীকার ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্

৯, ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

Printed and Published by Subash Ch Bhoumik, at the Juno Printing Works, 12, Ram Chandra